ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-235 ■ 27 May, 2026 ■ আগরতলা ২৭ মে, ২০২৬ ইং ■ ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অনুপ্রবেশ ও জনসংখ্যাগত পরিবর্তন খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ মে ।। দেশে অনুপ্রবেশ এবং তার ফলে জনসংখ্যার ভারসাম্যে প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকায় কেন্দ্র সরকার "অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তন" খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে।

গত বছরের স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সেই ঘোষণার পর এবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই কমিটি গঠন করা হল, যা বিভিন্ন অঞ্চলে অবৈধ অভিবাসন ও অন্যান্য কারণের ফলে জনসংখ্যার ধরণে কী প্রভাব পড়ছে তা বিশদে পরীক্ষা করবে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওয়ালকরকে কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সেন্সাস কমিশনার, অভিজিৎ রায় চৌধুরী

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যসচিব দুর্গা শঙ্কর মিশ্র, প্রাক্তন আইপিএস অফিসার বালাজি শ্রীবাস্তব এবং অর্থনীতিবিদ ড. শামিকা রবি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারি সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটিকে অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য "অস্বাভাবিক কারণ"-জনিত জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের উপর একটি বিস্তৃত সমীক্ষা চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী ও আদিবাসী অধ্যুষিত সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিতে এই পরিবর্তনের প্রভাব খতিয়ে দেখা হবে।

এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরণ পরীক্ষা করে সমস্যা মোকাবিলায় সময়সীমাবদ্ধ ও পরিকল্পিত পদক্ষেপের সুপারিশ করবে এই প্যানেল। কেন্দ্র সরকারের মতে, জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের বিষয়টি সরাসরি জাতীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং আদিবাসী সমাজের সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবৈধ অভিবাসন এবং জনসংখ্যার পরিবর্তিত ধরণ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ক্রমশ তীব্র হয়েছে।

সরকারি ব্যাঙ্কগুলির নেট এনপিএ ০.৪ শতাংশের নিচে ঃ এম নাগারাজু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে ।। শক্তিশালী নীতি ও কার্যকর নজরদারির ফলে বর্তমানে সরকারি ব্যাংকগুলির গ্রস এবং নেট এনপিএ ঐতিহাসিকভাবে সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে। বর্তমানে নেট এনপিএ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) ০.৪ শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পিএনবি) আয়োজিত স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটি (এসএলবিসি)-র ক্রেডিট আউটরিচ প্রোগ্রামে একথা বলেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক পরিষেবা বিভাগের সচিব এম নাগারাজু।

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা, সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, বিশেষ সচিব রাখি বিশ্বাস, পিএনবির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এম পরমশিবম সহ নাবার্ড, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এবং ইউনিয়ন ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ঊর্ধতন আধিকারিকরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এম নাগারাজু জানান, ত্রিপুরার আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও শক্তিশালী করতে আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পিএনবি) আয়োজিত স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটি (এসএলবিসি)-র ক্রেডিট আউটরিচ প্রোগ্রামের সূচনা হয়েছে। সারা দেশে যোগ্য উপভোক্তাদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার ৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকারের কথাও তিনি তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, শক্তিশালী নীতি ও কার্যকর নজরদারির ফলে বর্তমানে সরকারি ব্যাংকগুলির গ্রস এবং নেট এনপিএ ঐতিহাসিকভাবে সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে। নেট এনপিএ ০.৪ শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে বলেও জানান তিনি।

তাঁর কথায়, দেশে প্রায় ৫৮ কোটি মানুষকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে, যার মধ্যে ৩২ কোটি মহিলা রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ২৬ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর হয়েছে, যার বড় অংশই মহিলা উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছেছে বলে জানান তিনি।

সভায় প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা, পিএম স্বনিধি, স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া, পিএম বিশ্বকর্মা এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মতো একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সাফল্যের কথাও তুলে ধরা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে মোট ১০ হাজার ১৬২ জন উপভোক্তার হাতে ৪১৯.১১ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরিপত্র তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও খাতের অধীনে ১০,১৬২টি অ্যাকাউন্টে মোট ৪১৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঋণের মঞ্জুরিপত্র প্রদান করা হয়। এই লোন গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, রিটেইল লোন, মুদ্রা যোজনা, পিএম স্বনিধি, পিএমইজিপি, পিএম বিশ্বকর্মা, অন্যান্য এমএসএমই, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি ফসল), কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (কেসিসি পশুপালন ও মৎস্য) এসএইচজি, জেএলজি, অন্যান্য লোন। ঋণ বিতরণের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে করপোরেট সামাজিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোবাইল কেড়ে নিলো অভিমানী মেধাবী ছাত্রীর জীবন, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে ।। মোবাইলের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিকে কেন্দ্র করে ফের এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী রাজ্য। নবম শ্রেণির এক মেধাবী ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ছৈলেংটা এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম মৃত্তিকা চৌধুরী। চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃত্তিকা পড়াশোনা, নাচ-গানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্রী হিসেবে পরিচিত ছিল। স্কুলেও সে একজন মেধাবী ছাত্রী হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছিল। তবে পরিবারের অভিযোগ, সম্প্রতি মোবাইল ফোনের প্রতি তার অতিরিক্ত আসক্তি তৈরি হয়েছিল।

মা-বাবার দাবি, পড়াশোনার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১২ বছর পূর্তিতে অভিনন্দন

এইমস, জাতীয় সড়ক, বন্দে ভারত কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৬ মে।। দেশের সেবায় নিবেদিত ১২ বছর পূর্ণ করায় মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে নয়াদিল্লিতে সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। জনসেবায় নিবেদিত ১২টি গৌরবময় বছর পূর্ণ করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বৈঠকে, ডাঃ সাহা প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং তাঁর মেয়াদে সারা দেশে সাক্ষী থাকা পরিবর্তনমূলক পরিবর্তন সমূহ তুলে ধরেন।

পরে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন যে ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত মিশন, আয়ুষ্মান ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মতো উদ্যোগ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করেছে। সেই সঙ্গে একটি আত্মনির্ভর ভারত গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং দেশের

বৈশ্বিক অবস্থান আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়েছে।

আজ নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের সময়, ডাঃ সাহা রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন, যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ডাঃ সাহা রাজ্যে এইমস প্রতিষ্ঠা, কমলপুর থেকে শান্তিরবাজার পর্যন্ত জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ, দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়ন, ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ডাবল লাইন রেলপথ, বন্দে ভারত ট্রেন চালু, প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পর্যটন খাতের উন্নয়ন, অর্থ দপ্তরের বিভিন্ন ইস্যু, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আরো ঘর বরাদ্দ বৃদ্ধি, একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি, ব্রু জনগণের জন্য এওয়াইওয়াই রেশন কার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বরাদ্দ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি আশাবাদী যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন, জনকল্যাণ এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বিত প্রচেষ্টা আগামীতে আরও গতিশীল হবে। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক নির্বাচনে ঐতিহাসিক ও বিপুল বিজয়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই বিজয় তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং জনকল্যাণমূলক রাজনীতিতে জনগণের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের গুলিতে যুবকের মৃত্যু ঘিরে কলমচৌড়া থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ মে ।। কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত মধ্য বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিএসএফের গুলিতে আহত যুবক রুবেল মিয়া (২৭) দীর্ঘ কয়েকদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর মঙ্গলবার দুপুর প্রায় ১১টা ৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।জানা যায়,গত ১৯ তারিখ সন্ধ্যা প্রায় ৬টার সময় আশাবাড়ি পুরাতন মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফের গুলিতে গুরুতর জখম হন রুবেল মিয়া ।আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ।পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু হয় ।মঙ্গলবার বিকেল প্রায় ৪টা ৩০ মিনিটে রুবেল মিয়ার মরদেহ বক্সনগরে পৌঁছাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ ।শত শত জনসাধারণ মৃতদেহ নিয়ে কলমচৌড়া থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই বিএসএফের তাণ্ডবে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয়দের দাবি, রাত হলেই যুবকদের হয়রানি, ক্যারাম খেলতে গেলে গুটি কেড়ে নেওয়া,এমনকি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে ।মৃত রুবেল মিয়ার পরিবার সূত্রে জানা যায়,তাঁর একটি ৬ বছরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বোধিসত্ব হত্যা মামলায় বেকসুর খালাস দুই আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে ।। ২০১৯ সালের বহুল আলোচিত ধর্মনগর ইউকো ব্যাঙ্কের শাখা ম্যানেজার বোধিসত্ত্ব দাস খুন মামলায় দোষী সাব্যস্ত দুই অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সুমিত চৌধুরী ও সুমিত বণিককে খুনের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ড গোটা রাজ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। নিহত বোধিসত্ত্ব দাস ধর্মনগরের ইউকো ব্যাংকের ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঘটনাটি ঘটে ২০১৯ সালের ৩ ও ৪ আগস্ট মধ্যরাতে। জানা যায়, আগরতলার জ্যাকসন গেট ও উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকায় এক বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলেন বোধিসত্ত্ব দাস। সেই সময় কয়েকজন ব্যক্তি রাস্তার ধারে মদ্যপ অবস্থায় অশোভন আচরণ করছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানালে শুরু হয় বচসা, যা পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, ধারালো অস্ত্র ও ভাঙা বোতল দিয়ে বোধিসত্ত্ব দাসের উপর হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফের দাম বাড়ল সিএনজি ও পিএনজি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে ।। জ্বালানির বাজারে ফের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা। পেট্রোল ও ডিজেলের পর এবার সিএনজি এবং পিএনজি-র দামও বৃদ্ধি পেল রাজ্যে। আগামী ২৭ মে থেকে নতুন মূল্য কার্যকর হবে বলে জানা গেছে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পরিবহণ ও হোটেল-রেস্তোরাঁ ব্যবসার উপরও বাড়তি চাপ পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নতুন ঘোষিত মূল্য অনুযায়ী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সিএনজি-র প্রতি কিলোর দাম ৮৫ টাকা ১৫ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৭ টাকা ১৫ পয়সা। একইভাবে গোমতী জেলায় সিএনজি-র মূল্য ৮৯ টাকা ৯৫ পয়সা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯১ টাকা ৯৫ পয়সায়।

পিএনজি ডোমেস্টিক গ্যাসের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় প্রতি ইউনিটের মূল্য ৪৪ টাকা ৪১ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৫ টাকা ৮৮ পয়সা। সরকারি আবাসনের জন্য এই মূল্য ৪৯ টাকা ১২ পয়সা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫০ টাকা ৪৩ পয়সা।

অন্যদিকে, গোমতী জেলায় পিএনজি ডোমেস্টিক গ্যাসের মূল্য ৪৮ টাকা ৫৩ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৯ টাকা ৯৯ পয়সা। সরকারি আবাসনের জন্য সেখানে মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩ টাকা ৫৩ পয়সা থেকে দাঁড়িয়েছে ৫৪ টাকা ৯৯ পয়সায়।

পিএনজি কমার্শিয়াল ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রেও মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এই গ্যাসের মূল্য ৫৬ টাকা ২৩ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কৃষি উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে রতনের আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে ।। রাজধানী দিল্লিতে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন ত্রিপুরার জনগণের পক্ষ থেকে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী 'রিশা' পরিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানান তিনি।

ত্রিপুরার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে রিশা তুলে দেওয়ার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করা হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। এই সৌজন্য সাক্ষাৎ ঘিরে উভয়ের মধ্যে

আন্তরিক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। সাক্ষাৎকালে ত্রিপুরার কৃষি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষকদের আর্থিক ও সামাজিক কল্যাণ এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি রাজ্যের কৃষকদের আরও উন্নত পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও মতবিনিময় করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

মন্ত্রী রতন লাল নাথ সামাজিক মাধ্যমে এই সাক্ষাতের কথা তুলে ধরে জানান, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ পাওয়া তাঁর কাছে অত্যন্ত গর্বের ও তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ত্রিপুরার কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় এবং কৃষি খাতকে আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজন।

নানা অনুষ্ঠানে রাজ্যে পালিত নজরুল জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। গোটা রাজ্যে আজ ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ দিন বিদ্রোহী কবিকে স্মরণ করতে দেখা যায় কচিকাঁচাদের।

আগরতলা: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ নজরুল নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তি

পরিবেশন করেন।

সোনামুড়া: কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন মুক্তির সংগ্রামী, যিনি জাত, পাত, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে দেশের মুক্তির সংগ্রামের জন্য আহ্বান করেছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের কাছে একজন চেতনা, জাগরণ ও বিপ্লবের নাম। আজ সোনামুড়া টাউনহলে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন একথা বলেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম কবি, যার গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রভাব ভারতবর্ষের পাশাপাশি বাংলাদেশেও রয়েছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তা আজও সমান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১১ দিন বিদ্যুৎহীন শান্তিনগর ক্ষোভে পথ অবরোধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৬ মে ।। টানা ১১ দিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন কল্যাণপুর বিধানসভার অন্তর্গত শান্তিনগর গারুবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসীরা। সমস্যার সমাধানের দাবিতে আজ সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ রাস্তা অবরোধে বসেন তাঁরা।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, প্রায়ই তাদের এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা দেখা দেয়। বারবার অভিযোগ জানানো হলেও স্থায়ী সমাধানের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। বর্তমানে টানা ১১ দিন বিদ্যুৎ না থাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে শুরু করে পানীয় জলের সংকটেও পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, বিদ্যুৎ না থাকায় এলাকায় জল সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। শিশু ও বয়স্কদের নিয়ে চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ২৭ মে, ২০২৬ ইং
১২ জৈষ্ঠ্য, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

‘অস্বাভাবিক জনবিন্যাস পরিবর্তন’

দেশে বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য কারণে হওয়া ‘অস্বাভাবিক জনবিন্যাস পরিবর্তন’ খতিয়ে দেখিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি শক্তিশালী উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি গঠন করিয়াছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এ পোস্ট করিয়া এই বড় সিদ্ধান্তটির কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, ২০২৫ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ধরণের একটি কমিটি গড়িবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই অনুযায়ীই এই পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে।অমিত শাহের মতে, বেআইনি অনুপ্রবেশের কারণে ঘটা জনবিন্যাসের পরিবর্তন দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা এবং বিশেষ করিয়া আদিবাসী সমাজের সুরক্ষার জন্য একটি মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ।

এই কমিটি দেশজুড়িয়া বিশেষ করিয়া সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরে জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ধরন বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করিবে।পরিস্থিতি খতিয়ে দেখিয়া সমস্যাটির একটি সুপরিকল্পিত এবং সময়োপযোগী আইনি ও প্রশাসনিক সমাধানের রূপরেখা সরকারের কাছে পেশ করিবে এই কমিটি।পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে অনুপ্রবেশের বিষয়টি নিয়া রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরিয়াই বিতর্ক চলিয়াছে। বর্তমান রাজনৈতিক আবহে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছে বিশেষজ্ঞ মহল।

গত বছর স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, অনুপ্রবেশের জন্য জনবিন্যাস পালটাইয়া যাইতেছে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির। আর তাহার সেই নির্দেশ মতো এবার দেশে ‘অস্বাভাবিক জনবিন্যাস পরিবর্তন’ খতিয়ে দেখিতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করিল কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, এই কমিটিকে সারা দেশে জনসংখ্যার পরিবর্তনের একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন, ”অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণে যে পরিবর্তনগুলি ঘটিতেছে, তাহা এই কমিটি খতিয়ে দেখিবে।”এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হইয়াছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওলেকরকে। সদস্য হিসেবে থাকিতেছেন জনগণনা কমিশনার, প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক দুর্গাশঙ্কর মিশ্র, প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক বালাজি শ্রীবাস্তব এবং অর্থনীতিবিদ শমিকা রবি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ‘ফরেনার্স-ওয়ান’ বিভাগের যুগ্মসচিব থাকিবেন সদস্য-সচিব হিসেবে। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করিয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানাইয়াছেন, অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য কারণে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক পরিবর্তন যে কোনও দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। শুধু সার্বভৌমত্ব নয়, জাতীয় নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা, সামাজিক কাঠামো এবং আদিবাসী সমাজের অস্তিত্বের সঙ্গেও এই বিষয়টি জড়িত। তাঁহার কথায়, ”জনসংখ্যার পরিবর্তন শুধুমাত্র আমাদের সার্বভৌমত্বের সঙ্গেই যুক্ত নয়, এটি দেশের নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক কাঠামোর গভীর পরিবর্তন এবং আদিবাসী সমাজকে রক্ষা করিবার মতো গুরুতর বিষয়গুলির সঙ্গেও জড়িত।”স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, এই কমিটিকে সারা দেশে জনসংখ্যার পরিবর্তনের একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন, ”অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণে যে পরিবর্তনগুলি ঘটিতেছে, তাহা এই কমিটি খতিয়ে দেখিবে। এছাড়া ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ধরন বিশ্লেষণ করিয়া একটি পরিকল্পিত ও সময়োপযোগী সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিবে।” অমিত শাহ জানান, গত বছরের ১৫ অগস্ট লালকেল্লা থেকে ভাষণ দিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘হাই-লেভেল কমিটি অন ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জে’র কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই ঘোষণার ভিত্তিতেই এবার আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটি গঠন করা হইল। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বেআইনি অনুপ্রবেশের ফলে জনসংখ্যার ভারসাম্যে বড় প্রভাব পড়িছে। সেই কারণেই সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি ও সময়বদ্ধ সমাধান খুঁজিতে চাইছে কেন্দ্র। কমিটি বিভিন্ন রাজ্যের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখিয়া সুপারিশ জমা দেবে বলে জানা গিয়াছে। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরিয়াই বলিয়া আসিতেছে বাংলা, ত্রিপুরা, অসমে বিরোধী দলগুলির সরকার থাকাকালীন রাজ্য সরকারের সহযোগিতা সেভাবে না পাওয়া যাওয়ায় অনুপ্রবেশ রুখিতে সমস্যা হইতেছিল। এই মুহূর্তে এই সব রাজ্যেই বিজেপির সরকার। ফলে পরিস্থিতি অনুকূলে। তাই কেন্দ্র এখনই জনবিন্যাস বদল নিয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ করিতে চাইছে।

কলামন্ডলের রুবি জয়ন্তী উপলক্ষে ধর্মনগরে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ মে : উত্তর জেলার ধর্মনগরের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ‘কলামন্ডল’-এর ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবছর রুবি জয়ন্তী উদযাপনকে ঘিরে একাধিক বর্ণাঢ্য কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আবেগঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মশালা ও অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক আয়োজন। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সন্তোষ সূত্রধর জানান, এবছর মোট তিনটি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত লোকনৃত্য কর্মশালা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার, ২৬ মে থেকে শুরু হয়েছে কত্থক নৃত্যের কর্মশালা, যা চলবে আগামী ২ জুন পর্যন্ত। পাশাপাশি ২৭ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে রবীন্দ্র নৃত্য বিষয়ক বিশেষ কর্মশালা।

তিনি আরও জানান, রবীন্দ্র নৃত্য কর্মশালায় উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব ডক্টর অলক বন্দোপাধ্যায়। তাঁর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতিপ্রেমীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।

মঙ্গলবার কত্থক নৃত্য কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি থেকে আগত বিশিষ্ট কত্থক নৃত্যগুরু পণ্ডিত কিষান মোহন মহারাজ ও মিনু গারু। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তবলা গুরু দুলাল আচার্য, কলামন্ডলের চেয়ারম্যান সন্তোষ সূত্রধর সহ একাধিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও শিল্পীরা।

কলামন্ডল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনটি কর্মশালার সমাপ্তির পর আগামী ২ জুন থেকে ৬ জুন পর্যন্ত ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মঞ্চ প্রদর্শনী। সেখানে কর্মশালায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীদের পরিবেশনার পাশাপাশি নৃত্য, সঙ্গীত ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা থাকবে।

অনুষ্ঠানে ধর্মনগর, আগরতলা ও শিলচর থেকে অসংখ্য শিল্পীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। কলামন্ডলের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রুবি জয়ন্তী উদযাপনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ধর্মনগরের সাংস্কৃতিক মহলে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রযুক্তির সহায়তায় জনজাতীয় মর্যাদার বিকাশ

শ্রীমতী রঞ্জনা চোপড়া

দেশজুড়ে বিস্তৃত বনাঞ্চল, পাহাড় এবং দুর্গম গ্রামাঞ্চলে এক নীরব অথচ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে। জনজাতীয়সম্প্রদায়, যারা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের উন্নয়নের মূল ধারায় নিজেদের যথাযথ স্থান পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল, আজ তারা জাতীয় অগ্রগতির সক্রিয় নির্মাতা হিসেবে উঠে আসছে। “জনজাতীয় গরিমা উৎসব”-এর মূল ভাবনাই হল বিকশিত ভারতের যাত্রাপথকে একটি জাতীয় উৎসব হিসেবে উদযাপন করা, যেখানে উন্নয়ন কোনো ভৌগোলিক অবস্থান বা পরিস্থিতির বিশেষাধিকার নয়, বরং প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিস্তার— জনজাতি নাগরিকদের উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি কেন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তা বোঝার জন্য প্রথমেই বিভিন্ন সংকটেরব্যাপকতা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় আদিবাসী ন্যায়মহাঅভিযান (PMJANMAN), ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান (DAJGUA), জাতীয় সিকেলসেল অ্যানিমিয়া নির্মূল মিশন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৪৯টি জেলা, ২,৯১১টি ব্লক এবং ৬৩,০০০-এরও বেশি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে ৫.৫ কোটিরও বেশি জনজাতি নাগরিক উপকৃত হয়েছেন। বিশেষভাবে দুর্বল জনজাতীয় গোষ্ঠী (PVTG)-দের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য হল আবাসন, পানীয় জল, স্যানিটেশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জীবিকার মতো মৌলিক পরিষেবার পূর্ণ কভারেজ নিশ্চিত করা। এত বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় অঞ্চলের প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছতে গেলে এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, যা তথ্যনির্ভর, সংযুক্ত এবং দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম আর ভারত ঠিক সেই ব্যবস্থাই গড়ে তুলছে। এবারের “জনজাতীয় গরিমা উৎসব” চারটি বিষয়ভিত্তিক সপ্তাহকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হচ্ছে, যা একসঙ্গে জনজাতীয় উন্নয়নের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে। উদ্বোধনী থিম “উন্নয়নের বাহক হিসেবে প্রযুক্তি” এই বিষয়টিকেই তুলে ধরে যে, কীভাবে ডিজিটাল ব্যবস্থা, বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবন ভারতের সবচেয়ে দূরবর্তী জনজাতীয়সম্প্রদায়ের কাছেও শাসনব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রে রয়েছে একটি সহজ কিন্তু গভীর নীতি উন্নয়নকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, তবে জনজাতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রথাগত জ্ঞান ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই।

প্রযুক্তির মাধ্যমে জনজাতীয় মর্যাদার বিকাশ— সঠিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলে প্রযুক্তি কী করতে পারে, তার সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ হল “বিরসা ১০১” সিকেলসেল রোগের জন্য ভারতের প্রথম স্বদেশি CRISPR-ভিত্তিক জিন থেরাপি। সিকেলসেল রোগ দীর্ঘদিন ধরে জনজাতীয় জনগোষ্ঠীর জন্য একটি বড় স্বাস্থ্য-সংকট ছিল। এখন ভারত উন্নত বিজ্ঞানকে সমতা ও সহজলভ্যতার ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে। জনজাতীয়বিষয়ক মন্ত্রক বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (CSIR), CSIR-ইনস্টিটিউট অফ জিনোমিক্সঅ্যান্ডইন্টিগ্রেটিভবায়োলজি (IGIB) এবং সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়াপ্রাইভেট লিমিটেডের সহযোগিতায় গবেষণা, ক্লিনিক্যালট্রায়াল অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। সম্প্রতি CSIR-IGIB-এ অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক এবং সিকলসেল যোদ্ধারা একত্রিত হন যা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও মানবিক জরুরিতার এক প্রতিচ্ছবি। লক্ষ্য একটাই এমন একটি সাশ্রয়ী, এককালীন নিরাময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা প্রতিটি প্রয়োজনীয় জনজাতীয় পরিবারের কাছে পৌঁছতে পারে। রিবসা ১০১- শুধু একটি চিকিৎসা- সংক্রান্ত মাইলফলক নয়; এটি এই ঘোষণাও যে ভারতের সবচেয়ে উন্নত বিজ্ঞান দেশের সবচেয়ে প্রাপ্য সম্প্রদায়গুলিরসেবায় নিবেদিত থাকবে।

প্রথাগত জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন— এই বিশ্বাস শুধু একটি উদ্যোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ট্র্যাডিশনালনলেজ ডিজিটাল লাইব্রেরিএবং আয়ুর্জেনোমিক্স-এর মতো উদ্যোগ দেখায়, কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তি জনজাতীয় সম্প্রদায়ের বহু প্রজন্ম ধরে সংরক্ষিত সমৃদ্ধ ঔষধি ও পরিবেশগত জ্ঞানের নথিভুক্তিকরণ, বৈধতা প্রদান এবং সংরক্ষণে সাহায্য করতে পারে। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাবনাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (AI) জনজাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করার পথ দেখাচ্ছে। “ইন্ডিয়া এআইইমপ্যাক্টসামিট ২০২৬”-এ মন্ত্রক একাধিক এআই-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম উপস্থাপন করেছে, যার মূল বিষয় ছিল ভাষা কোনো বাধা নয়, বরং এটি একটি পরিচয়, যা উদযাপনের দাবি রাখে। “আদি বাণী” নামে জনজাতীয় ভাষার জন্য তৈরি এআই-চালিত অনুবাদক টেক্সট-টু-টেক্সট ও টেক্সট-টু-স্পিচ অনুবাদ, OCR এবং সরকারি প্রকল্পের তথ্য জনজাতীয়ভাষায় পৌঁছে দিতে সক্ষম। এর ফলে মানুষ তাদের মাতৃভাষায় সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেন।

অন্যদিকে “ট্রাইবট” একটি বহুভাষিক কথোপকথনমূলক এআইসহায়ক হিসেবে দুর্গম এলাকার মানুষকে তাৎক্ষণিক পরামর্শ ও অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সাহায্য করছে। ভগবান বিরসামুন্ডাসেল এবং IIT দিল্লিরসহযোগিতায়আয়োজিত একটি জাতীয় সেমিনারেও এই উদ্যোগগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল জনজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল এবং সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক এআই ব্যবহারের প্রসার।

সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের নতুন দিগন্ত--- প্রযুক্তি এখন সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নেরও শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠছে। প্রস্তাবিত “ট্রাইবএক্স” প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য হল জনজাতীয় শিল্প, ভাষা, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান, সঙ্গীত, হস্তশিল্প এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে উৎসাহিত করার জন্য একটি ডিজিটাল ইকোসিস্টেম তৈরি করা। এছাড়াও “ট্রাইবালইন্ডিয়া”র প্রস্তাবিত ওজ্জ সম্ভাবনাময় শিল্প ও হস্তশিল্প অ্যাটলাসভৌগোলিক নির্দেশক (ওজ্জ) সম্ভাবনা সম্পন নজনজাতীয় হস্তশিল্প, বনজ পণ্য এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পরূপগুলিকে ডিজিটালভাবেমানচিত্রায়িত করবে। এর মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং, বাজার সম্প্রসারণ এবং জনজাতীয় . বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি আরও শক্তিশালী হবে। পাইলট প্রকল্প হিসেবে পাঁচটি রাজ্যের জনজাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ইনোভেশন হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে, যা জনজাতীয়উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপদের ডিজাইন, পণ্য উন্নয়ন, GIS-ভিত্তিক পরিকল্পনা ড্যাশবোর্ড এবং ইনকিউবেশন অবকাঠামোর সহায়তা প্রদান করবে।

প্রযুক্তির মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন- প্রযুক্তি জনজাতীয় সম্প্রদায়ের কাছে প্রশাসনিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিকেও বদলে দিচ্ছে। PMJANMAN প্রকল্পের অধীনে “সার্ভে সেতু” প্ল্যাটফর্ম PVTG পরিবারগুলির জন্য রিয়েল- টাইম, জিও- ট্যাগডনজরদারির মাধ্যমে কল্যাণমূলক পরিষেবা নিশ্চিত করছে। ১৮টি রাজ্য এবং ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চালু এই প্ল্যাটফর্ম ইতিমধ্যেই ৮,৫৫২ জন সমীক্ষকেরসহায়তায় ৩.৪৩ লক্ষ গৃহভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করেছে। তথ্যনির্ভর এই ধরনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে যে, প্রতিটি যোগ্য পরিবারকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এর পাশাপাশি, বনাধিকার আইন সম্পর্কিত দাবি দাখিল, জিআইএস-ভিত্তিক মানচিত্রায়ন, কর্মপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি সহজ করতে মন্ত্রক একটি এআই-সক্ষম প্রশাসনিক প্ল্যাটফর্মও তৈরি করছে। এই সমস্ত উদ্যোগ প্রশাসনকে আরও স্বচ্ছ, দ্রুত সাড়া-দেওয়া এবং জনজাতীয় নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য করে তুলছে। জনজাতীয়সম্প্রদায়: বিকশিত ভারতের অগ্রদূত একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, যা আমাদের কাজের প্রকৃত অর্থকে তুলে ধরে। সেটি কোনো নীতিপত্র বা মন্ত্রকের পর্যালোচনা বৈঠকে পাওয়াযায় না। সেটি দেখা যায় তখন, যখন কোনো দুর্গম গ্রামের এক আদিবাসী নারী প্রযুক্তি ও ভাষার মাধ্যমে ক্ষমতায়িত হয়ে অনুভব করেন যে, জাতি তার কথা শুনছে। যখন তিনি নিজের ভাষায় সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মর্যাদার সঙ্গে উত্তর পান। সেই মুহূর্ত কোনো যাত্রার সমাপ্তি নয়; বরং ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। “জনজাতীয় গরিমা উৎসব” গর্বের সঙ্গে এই বার্তাই বহন করে। জনজাতীয়সম্প্রদায় তাদের দৃঢ়তা, পরিবেশগত জ্ঞান, শিল্প-ঐতিহ্য এবং এই ভূমির সঙ্গে গভীর সংযোগের মাধ্যমে উন্নত ভারতের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে না; বরং তারাই উন্নত ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অনুপ্রেরণাদায়ক বাহক। যেমন প্রযুক্তি দূরত্ব কমাচ্ছে, বিজ্ঞান নতুন চিকিৎসা দিচ্ছে, এআই বন-পাহাড়েরভাষায় কথা বলছে এবং প্রশাসন সবচেয়ে দূরের গ্রামের শেষ পরিবার পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, তেমনই আমরা প্রতিদিন এমন এক ভারতের আরও কাছাকাছি পৌঁছচ্ছি, যা শুধু উন্নত নয়, মানবিকতায়ও পরিপূর্ণ। এটাই সেই উন্নত ভারত, যা আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ভাবনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েএকসঙ্গে নির্মাণ করছি।

(লেখিকা ভারত সরকারের জনজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব।)

হজের সময় পালন করা আটটি রীতির পেছনে যে ইতিহাস

তারেকুজ্জামান শিমুল

হজ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় জমায়েত। এটি ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির একটি, যা শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ বা অবশ্য পালনীয় একটি কর্তব্য। আর সেই কারণেই মুসলিম বিশ্বের লাখ লাখ নারী-পুরুষ প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে সমবেত হন। আরবি বছরের সর্বশেষ মাস জিলহজকে বলা হয় হজের মাস। কারণ ওই মাসের আট থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়ে থাকে। এসময় হজ সম্পন্ন করতে একজন মুসলমানকে বেশ কিছু রীতি-নীতি পালন করতে হয়।

সেসব রীতি-নীতির মধ্যে রয়েছে: হজের উদ্দেশ্যে বিশেষ পোশাক পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ, কাবাঘরের চারপাশে হাঁটা, আরাফাত ময়দানে অবস্থান, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো, শয়তানকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ, পশু কোরবানি, কেশ মুণ্ডন বা মাথা ন্যাড়া করা ইত্যাদি। মুসলিম পণ্ডিতরা বলছেন, ইসলাম ধর্মের আগেও শত শত বছর ধরে প্রায় একই রীতিতে মক্কায় হজ পালিত হতো। তাহলে হজে পালন করা রীতিগুলো কখন, কীভাবে শুরু হয়েছিলো? রীতিগুলোর পেছনের ঘটনা এবং অর্ন্তনিহিত তাৎপর্যই-বা কী? হজ পালনের ক্ষেত্রে প্রথম যে রীতিটি পালন করতে হয়, সেটি হচ্ছে- ইহরাম। মক্কা থেকে দূরে যাদের বাড়ি তাদেরকে মক্কা যাওয়ার পথে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে ইহরাম সম্পন্ন করতে হয়। আরবি ‘ইহরাম’ শব্দের মাধ্যমে এমন একটি অবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে একজন মানুষ সব ধরনের পাপাচার ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। “সহজ ভাষায়, ইহরাম হচ্ছে হজের জন্য নিয়ত করা এবং সেজন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করা,” বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ওমর ফারুক। বিশেষ এই পর্যায়কে প্রতীকী রূপে তুলে ধরার জন্য পুরুষ হাজীদের ক্ষেত্রে সেলাইবিহীন দু’খণ্ড সাদা কাপড় পরার বিধান রাখা হয়েছে। “এটি দেখতে অনেকটাই কাফনের কাপড়ের মতো,” এক সাক্ষাৎকারে বলেন কানাডার ইসলামিক ইনফরমেশন অ্যান্ড দাওয়াহসেন্টারের সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. সাবির আলী। “কাজেই ইহরামের সময় এরকম একটি কাপড় পরার মাধ্যমে এটিই বোঝানো হয় যে, আমরা সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত,” বলেন মি. আলী। পুরুষদের ক্ষেত্রে সাদা কাপড় পরার বিধান থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তারা চাইলে যে কোনও রঙের ঢিলেঢালা পোশাক পরতে পারেন। মুসলিম পণ্ডিত বলছেন, নবী ইব্রাহীম, যিনি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে আব্রাহাম নামে পরিচিত, তিনিই আরবে প্রথম হজ পালন শুরু করেছিলেন। “কাবাঘর নির্মাণের পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে হজ পালন শুরু করেছিলেন এবং তখনই সাদা কাপড় পরাসহ হজের যাবতীয় রীতি-নীতি চালু করা হয়,” বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মি. ফারুক।

চুল-নখ না কাটা ইহরাম বাঁধার পর থেকে হজ শেষ করার আগ পর্যন্ত হাজীদের বেশকিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: ঝগড়া- বিবাদ না করা, যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা, চুল-দাড়ি না কাটা, হাত-পায়ের নখ না কাটা, প্রাণি হত্যা বা রক্তপাত না করা, পরনিন্দা বা পরচর্চা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। সাদা কাপড় পরার মতো এগুলোও নবী ইব্রাহীমের সময় চালু হয়েছিল বলে মনে করেন মুসলিম পণ্ডিতরা। “এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, হজের সময় আমরা সৃষ্টিকর্তার নৈকট্যলাভের আশায় আমরা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাই, যেখানে রুপচর্চার মতো জাগতিক মামুলি বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়ার মতো বাসনাও আমাদের জাগে না,” বলেন কানাডার ইসলামিক ইনফরমেশন অ্যান্ড দাওয়াহসেন্টারের সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. সাবির আলী।

কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ— ইহরামের পর হজ পালনের দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিকতাটি হচ্ছে ইসলামের পবিত্রতম স্থান কাবাঘরের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করা। ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিক থেকে সাধারণত পায়ে হেঁটেই হাজীরা কাবাঘর তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করে থাকেন। এই রীতিটিও নবী ইব্রাহীমের সময় চালু হয়েছিল বলে মনে করেন মুসলিম পণ্ডিতরা। তবে কেন ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিক থেকে হাঁটা হয় এবং সংখ্যাটি কেন সাত, সে বিষয়ে পরিষ্কার কোনও ব্যাখ্যা নেই বলে জানাচ্ছেন তারা। “সৃষ্টিকর্তাই এর পেছনের প্রকৃত কারণ ও রহস্য ভালো জানেন,” ‘লেট দ্য কোরান স্পিক’ শো-তে বলেন মুসলিম পণ্ডিত ড. সাবির আলী। তবে ইসলামি ধর্মতত্ত্ববিদদের কেউ কেউ মনে করেন যে, জান্নাতে বাইতুল মামুর নামের পবিত্র যে ঘরটির চারপাশে ফেরেশতারা প্রদক্ষিণ করে থাকেন, সেটির সঙ্গে কাবা তাওয়াফের সাদৃশ্য রয়েছে। “আর সে কারণেই কাবাকে বাইতুল্লাহ বা আল্লাহ’র ঘর বলা হয়ে থাকে। পবিত্র এই ঘরের চারপাশে সাতবার ঘুর হাজীরা বোঝাতে চান যে, তারা সর্বতভাবে সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী,” বলেন মি. আলী। ইসলামপূর্ব যুগেও হজের এই অনুষঙ্গটি পালন করা হতো বলে জানাচ্ছেন ইসলামি চিন্তাবিদরা। “হয়রত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকেই এটি ছিল,” বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ওমর ফারুক। ইসলামের নবীর যখন জন্ম হয় ততদিনে কাবা তাওয়াফের রীতিতে বেশ খানিকটা পরিবর্তন দেখা যায় বলে জানাচ্ছেন তারা। “সেই সময় আরবের লোকেরা উলঙ্গ হয়ে কাবা তাওয়াফ করতো বলে জানা যায়। পরবর্তীতে ইসলাম সেটি বন্ধ করে ইব্রাহীম (আঃ) প্রবর্তিত মূল রীতিতে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়,” বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ফারুক। সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌঁড়ানো হজ পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে টানা সাতবার দৌড়ানো। ইসলাম ধর্মমতে, সৃষ্টিকর্তার হুকুমে নবী ইব্রাহীম তার স্ত্রী হাজেরা এবং শিশুপুত্র ইসমাইলকে মক্কার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের কাছে রেখে আসেন। সেখানে একপর্যায়ে জল শেষ হয়ে গেলে হাজেরা জলের সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু’টির মাঝখানের জায়গাটিতে সাতবার দৌড়ান।

এরপর সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে সেখানে একটি কূপ তৈরি হয় এবং হাজেরা ও তার শিশুপুত্র সেখান থেকে জল পান করে তৃষ্ণা মেটান। কূপটি পরবর্তীতে ‘জমজম কূপ’ নামে পরিচিতি লাভ করে। “হজে গিয়ে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়ানোর মাধ্যমে ইসমাইল ও তার মা হাজেরার সেই ঘটনাটি প্রতীকী অর্থে তুলে ধরা হয়,” বলেন কানাডার ইসলামিক ইনফরমেশন অ্যান্ড দাওয়াহসেন্টারের সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. সাবির আলী।

আরাফাত ময়দানে অবস্থান— মিনায় রাত্রিযাপনের পর হজের দ্বিতীয় দিনে হাজীরা আরাফাতের ময়দানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এরপর সেখানেই সারাদিন অবস্থান করে প্রার্থনা করা হজের গুরুত্বপূর্ণ একটি আনুষ্ঠানিকতা বলে মনে করা হয়। এরপর সন্ধ্যায় মুজদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সেখানে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটান হাজীরা। মিনা থেকে মুজদালিফা পর্যন্ত যত কর্মকাণ্ড পালন করা হয়, সেগুলোর সঙ্গেও নবী ইব্রাহীম ও তার স্ত্রী-পুত্রের ইতিহাস জড়িত রয়েছে বলে মনে করেন মুসলিম পণ্ডিতরা। এছাড়া গরমে সারাদিন আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পর মুজদালিফায় খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করাও বিশেষ আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে বলেও জানাচ্ছেন তারা। “সৎ কাজ ব্যতিত দুনিয়ার ধন-সম্পদ, খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনও কিছুই যে শেষবিচারে আমাদের কাজে আসবে না, আরাফাত ও মুজদালিফায় অবস্থানের মাধ্যমে হাজীরা সেটি উপলব্ধি করতে পারেন,” বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ওমর ফারুক। একইসঙ্গে, হজের সময় আরাফাত ও মুজদালিফায় লাখ লাখ মানুষের একসঙ্গে অবস্থান ইসলাম ধর্মে বর্ণিত ‘হাশরের ময়দান’ বা শেষ বিচারের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বলেও মনে করেন অনেকে। শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ— হজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের একটি হচ্ছে শয়তানকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করা। মুজদালিফা থেকে আসার সময় হাজীরা কঙ্কর বা ছোট আকারের সাতটি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে মিনায় আসেন। সেখানে শয়তানের নামে তৈরি প্রতীকী দেওয়াল রয়েছে, যেটি ‘ বড় জামারাত’ নামে পরিচিত। হাজীরা কুড়িয়ে আনা সাতটি পাথর সেই দেওয়ালে নিক্ষেপ করে থাকেন।

মিনাতে এরকম আরও দু’টি ‘শয়তানের দেওয়াল’ রয়েছে। হজের শেষ দু’দিনে সেগুলোতেও সাতটি করে পাথর মারা হয়। “শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শয়তানকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। শয়তানকে লক্ষ্য করে দেওয়ালে প্রতীকী অর্থে পাথর মারার বিষয়টি সেখান থেকেই এসেছে,” বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ওমর ফারুক। ইসলাম ধর্মমতে, সৃষ্টিকর্তা নবী ইব্রাহীমকে পরীক্ষা করার জন্য তার সবচেয়ে প্রিয়বস্তুকে কোরবানি বা উৎসর্গ করতে বলেন। তখন ইব্রাহীম তার প্রিয়পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করার সিদ্ধান্ত নেন। ইসমাইলও বাবার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। এরপর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ইব্রাহীম আরাফাতের খোলা প্রান্তরে চলে যান। সেখানে ইসমাইলকে কোরবানি দিতে যাওয়ার সময় শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে নবী ইব্রাহীমের কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিলো। এমন পরিস্থিতিতে ইব্রাহিম তিন স্থানে শয়তানকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেন। এই ঘটনার স্মরণেই পরবর্তীতে হজে পাথর নিক্ষেপ করার রীতি চালু হয় বলে মনে করেন মুসলিম পণ্ডিতরা।

পশু কোরবানি— মিনায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার পর পশু কোরবানি করার রীতি রয়েছে। এই রীতি প্রচলনের সঙ্গেও নবী ইব্রাহীমের ইতিহাস জড়িত বলে বিশ্বাস করেন মুসলমানরা।

তারা বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে নবী ইব্রাহিম তার শিশুপুত্র ইসমাইলকে কোরবানি দিতে আরাফাতের ময়দানে নিয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত তেমন কিছু ঘটেনি। ইব্রাহিমের বিশ্বাস ও আনুগত্যে সৃষ্টিকর্তা সন্তুষ্ট হন এবং ইসমাইলের পরিবর্তে একটি পশু কোরবানি হয়। সেই ঘটনাকে স্মরণ করেই হজের তৃতীয় দিনে গরু, ছাগল, মেষ বা উট কোরবানি করা হয় বলে জানিয়েছেন ইসলামি চিন্তাবিদরা। মূলতঃ সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই কোরবানি করা হয় বলে মনে করেন তারা।

একই দিনে ‘ঈদ-উল-আযহা’ বা কোরবানির ঈদও উদযাপন করা হয়ে থাকে। প্রাক-ইসলামী যুগেও পশু কোরবানির এই রীতি চালু ছিল। “কিন্তু তখন কোরবানি করা হতো দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে,” বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ওমর ফারুক। পরবর্তীতে মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর নবী ইব্রাহীমের প্রবর্তিত কোরবানির রীতি ফিরিয়ে আনা হয় বলে জানান তিনি।

কেশ মুণ্ডন— কেশ মুণ্ডন বা মাথা ন্যাড়া করা হজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। পশু কোরবানির পর ওই একই দিনে চুল মুণ্ডন করতে হয়। “মূলতঃ হজের শুরুতে যে ইহরাম বাঁধা হয়, সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যেসব প্রতীকী কাজ করা হয়, সেগুলোরই একটি হলো চুল মুণ্ডন করা,” বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ওমর ফারুক। তবে নারী হাজীদের ক্ষেত্রে অবশ্য পুরোপুরি ন্যাড়া হতে হয় না, বরং চুলের আগার কিছু অংশ কেটে ফেললেই চলে। নবী ইব্রাহীমের সময় থেকেই কেশ মুণ্ড বা চুল কেটে ফেলার এই রীতি চলে আসছে বলে মনে করেন ইসলামী চিন্তাবিদরা। হজ করার ফলে একজন মানুষের ভেতরে যে পরিবর্তন ঘটে, কেশ মুণ্ডন বা চুল কেটে ফেলার মাধ্যমে প্রতীকী অর্থে সেটিরই ফুলে ওঠে বলেও মনে করেন তারা।চুল কাটার ফলে হজের ইহরাম ভঙ্গ হয়। ফলে এরপর দাড়ি ছাঁটা এবং হাত-পায়ের নখ কাটতেও আর কোনও বাধা থাকে না বলে জানিয়েছেন মুসলিম পণ্ডিতরা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রাক্তন সৈনিক কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে ডিএম ডঃ বিশাল কুমার রোগীদের পরীক্ষা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে চালু হবে কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন প্রকল্প, বৈঠকে সিদ্ধান্ত: জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২৬ মে(আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র সরকার। এর ফলে রাজ্যের যুবসমাজের মধ্যে উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং গবেষণামুখী দক্ষতা বৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) জিতেন্দ্র সিং কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন।

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিজ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপ সংক্রান্ত কেন্দ্রের সমস্ত বড় প্রকল্প অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করা হবে।

বৈঠকে আঞ্চলিক গুরুত্বসম্পন্ন দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক-প্রভাবিত জেলাগুলিতে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ-এর অধীন সংস্থাগুলির মাধ্যমে আর্সেনিক বিষক্রিয়া নিয়ে বিশেষ গবেষণা শুরু করা হবে। দ্বিতীয়ত, ক্যানসার এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল চিকিৎসা নিয়ে যৌথ ক্লিনিক্যাল ও ওষুধ পরীক্ষামূলক গবেষণা শুরু হবে, যেখানে শীর্ষ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, ক্যানসার হাসপাতাল এবং এআইআইএমএস-সংযুক্ত চিকিৎসা নেটওয়ার্ক অংশ নেবে।

জিতেন্দ্র সিং বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই একটি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে রাজ্যে কাজ করছে এবং উন্নত গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

তিনি আরও জানান, গবেষণা, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এবং উদ্ভাবনভিত্তিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল ছাত্রছাত্রী এবং মহিলাদের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের বিশেষ প্রকল্পগুলিকে স্কুল ও কলেজে চালু করা।

সিদ্ধান্ত হয়েছে, কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি যেমন অনুপ্রেরণা, ইন্সপায়ার মানাক, বিজ্ঞান জ্যোতি, কিরণ এবং জ্ঞানী-কে আরও বিস্তৃতভাবে এবং সমন্বিত পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, উদ্ভাবন এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

জিতেন্দ্র সিং বলেন, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাক্ষেত্র, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং উদ্ভাবন ব্যবস্থাকে একত্রিত করে পূর্ব ভারতে বিজ্ঞানভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়নের একটি নতুন মডেল তৈরি করা সম্ভব।আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর এবং কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক মন্ত্রকগুলির শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে একটি প্রাথমিক সমন্বয় বৈঠক হবে। সেখানে এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করা হবে।

অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তন মোকাবিলায় বিচারপতি নাওলেকর কমিটি গঠন, ঘোষণা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৬ মে(আইএএনএস): দেশে 'অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তন' এবং অনুপ্রবেশকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করে পাঁচ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওলেকার-এর নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি অনুপ্রবেশ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ অমিত শাহ লেখেন, "অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য কারণে সৃষ্ট অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তন যে কোনও দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।"

তিনি আরও জানান, ২০২৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'হাই-লেভেল কমিটি অন ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ'-এর ঘোষণা করেছিলেন। এবার সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই কমিটি গঠন করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, বিচারপতি নাওলেকরের নেতৃত্বাধীন কমিটি ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসংখ্যার অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ধরণ বিশ্লেষণ করবে এবং এর মোকাবিলায় পরিকল্পিত ও সময়সীমাবদ্ধ সুপারিশ পেশ করবে।

এই কমিটির সদস্য হিসেবে থাকছেন জনগণনা কমিশনার, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস কর্মকর্তা দুর্গাশঙ্কর মিশ্র, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস কর্মকর্তা বালাজি শ্রীবাস্তব এবং অর্থনীতিবিদ শামিকা রবি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ফরেনার্স-১ শাখার যুগ্মসচিব সুমন্ত সিং সদ্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

অমিত শাহ বলেন, "জনসংখ্যাগত পরিবর্তন শুধু দেশের সার্বভৌমত্বের বিষয় নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা, সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং আদিবাসী সমাজের অস্তিত্বের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত।"

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য 'অস্বাভাবিক' কারণের ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে যে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ঘটছে, তার বিস্তারিত মূল্যায়ন করবে কমিটি।

এই কমিটি গঠনের রাজনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে। কারণ সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন-এর আগে অনুপ্রবেশ ইস্যু রাজনৈতিক আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল।

এই ইস্যুতে ভারতীয় জনতা পার্টি তৎকালীন মমতা ব্যানার্জী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছিল। পরবর্তীতে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওড়িশার কালাহান্ডিতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, নির্মীয়মাণ সেপটিক ট্যাঙ্কে দমবন্ধ হয়ে ৬ জনের মৃত্যু

ভুবনেশ্বর, ২৬ মে (আইএএনএস) : ওড়িশার কালাহান্ডি জেলায় এক নির্মীয়মাণ সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ছয়জন। দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। মঙ্গলবার মদনপুর রামপুর থানার অন্তর্গত গৌড় কার্লাখুন্তা গ্রামে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে।

মৃতদের নাম নিমাইন চরণ পাল, তাঁর ছেলে আকাশ পাল, আদল মাঝি, মনোরঞ্জন হাতি, বৈকুণ্ঠ জল এবং ছন্দ জল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিমাইন চরণ পালের বাড়িতে একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরির কাজ চলছিল। নির্মাণকাজে স্থানীয় শ্রমিক ও রাজমিস্ত্রিরা যুক্ত ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ নির্মাণকাজ পরিদর্শনের সময় আচমকাই সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতরে পড়ে যান নিমাইন। দীর্ঘ সময় বাইরে না আসায় তাঁকে বাঁচাতে ট্যাঙ্কে নামেন তাঁর ছেলে আকাশ। কিন্তু তিনিও ভিতরে আটকে পড়েন।

এরপর নির্মাণকাজে যুক্ত আরও চার শ্রমিক একে একে বাবা-ছেলেকে উদ্ধার করতে ট্যাঙ্কে নামেন। তবে প্রাথমিক অনুমান, ট্যাঙ্কের ভিতরে বিষাক্ত গ্যাস জমে থাকায় সকলেই শ্বাসরোধে আক্রান্ত হন এবং ঘটনাস্থলেই ছয়জনের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর দ্রুত সকলকে নিকটবর্তী কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।এদিকে গুরুতর আহত শ্রমিক পঙ্কজ ভোইকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভবানীপাটনার জেলা সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঘটনার পর গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। তিনি মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন।মুখ্যমন্ত্রীর দফতর এক্স-এ জানিয়েছে, কালাহান্ডির এই মর্মান্তিক ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম দিল্লি সফরে বিজয়, কেন্দ্রের কাছে আর্থিক সহায়তা চাবে তামিলনাড়ু সরকার

চেন্নাই, ২৬ মে(আইএএনএস): তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জোসেফ সি. বিজয় মুখ্যমন্ত্রী পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার সরকারি সফরে বুধবার নয়াদিল্লি যাচ্ছেন। রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর উত্থান এবং কয়েক দশকের মধ্যে তামিলনাড়ুর প্রথম জোট সরকারের গঠনের পর এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, বুধবারই দিল্লি গিয়ে একই দিনে চেন্নাই ফিরে আসবেন বিজয়। সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

জানা গিয়েছে, তামিলনাড়ুর জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা, বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্পে দ্রুত অনুমোদন এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রের সহযোগিতা চেয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে পারেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয়ের মূল দাবি হতে পারে অবকাঠামো সম্প্রসারণ, বকেয়া আর্থিক বরাদ্দ, শিল্পোন্নয়ন কর্মসূচি, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে কেন্দ্রের আরও সহযোগিতা। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্পগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে তামিলনাড়ু সরকার।

এই সফরের রাজনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট। কারণ কয়েক সপ্তাহ আগেই বিজয় এবং তাঁর দল তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম তামিলনাড়ুর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম বড় নির্বাচনী চমক দেখিয়েছে।

প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিয়েই ২৩৪ সদস্যের বিধানসভায় ১০৮টি আসন জিতে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসে টিভিকে। এর ফলে দীর্ঘদিনের দ্রাবিড় রাজনীতির আধিপত্যে বড় ধাক্কা লাগে। যদিও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ১১৮ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি দলটি।

পরবর্তীতে কংগ্রেস, বাম দল, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ এবং বিদুথালাই চিরুথাইগাল কাচি-সহ একাধিক দলের সমর্থন পেয়ে সরকার গঠন করেন বিজয়। এর ফলে কয়েক দশক পর তামিলনাড়ুতে ফের জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজয়ের এই দিল্লি সফরের দিকে বিশেষ নজর থাকবে। কারণ এর মাধ্যমে কেন্দ্রের সঙ্গে নতুন তামিলনাড়ু সরকারের সম্পর্কের ধরন এবং জোট রাজনীতির ভারসাম্য বজায় রেখে প্রশাসন পরিচালনার কৌশল সম্পর্কে প্রথম ইঙ্গিত মিলতে পারে।

মোদি জমানার ১২ বছর: উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের পথচলার মূল্যায়ন

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: ঠিক ১২ বছর আগে, ২০১৪ সালের ২৬ মে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। সেদিন রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে দেশের ১৫তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মোদী। একইসঙ্গে ভারতের রাজনীতিতে দীর্ঘ তিন দশকের জোট-যুগের ধারায় বড় পরিবর্তনের সূচনা হয়।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি এককভাবে ২৮২টি আসন জিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ৫৪৩ আসনের লোকসভায় সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সীমা অতিক্রম করে বিজেপি। তিন দশকের মধ্যে প্রথমবার কোনও একক দল স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

১৯৮৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারত মূলত জোট সরকারের রাজনীতি দেখেছে। ইউনাইটেড ফ্রন্ট, জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট এবং সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট-এর মতো জোটের সরকার দেশ পরিচালনা করেছে। ফলে ২০১৪ সালের ফলাফল ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন যুগের সূচনা হিসেবে দেখা হয়।

তবে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও এনডিএ জোটের অংশীদারদের সঙ্গে 'জোট ধর্ম' বজায় রেখেছিল। সেই সময় এনডিএ-র মোট আসন ছিল ৩৩৬।মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানও ছিল ঐতিহাসিক। রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত সেই অনুষ্ঠানে প্রায় ৪,০০০ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিও বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে প্রায় ১৩ বছর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মোদি। ২০১৪ সালের নির্বাচনী প্রচারে তাঁর স্লোগান ছিল 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'। তখন দেশের অর্থনীতি মন্থর গতি, মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সমস্যা এবং দুর্নীতির অভিযোগের মতো একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল।

ক্ষমতায় এসে মোদি সরকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার আনে। ২০১৭ সালে চালু হয় পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি), যা বিভিন্ন পরোক্ষ করকে এক ছাতার তলায় আনে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা-র মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়। সরাসরি ভর্তুকি প্রদানের (ডিবিটি) ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী করা হয়।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ভারতের নামমাত্র জিডিপি প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলার ছিল, যা ২০২৫ সালের মধ্যে ৪.২—৪.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সময়ে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', 'মেক ইন ইন্ডিয়া', প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা এবং আয়ুষ্মান ভারত-এর মতো একাধিক প্রকল্প চালু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মোদি সরকারের সময় ভারত 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' কূটনীতিকে গুরুত্ব দেয়। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া এবং ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা হয়। পাশাপাশি 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি এবং আন্তর্জাতিক সৌর জোটের মতো উদ্যোগও নেওয়া হয়।

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে ছিল ২০১৬ সালের উরি হামলার পর 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' এবং ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলার পর বালাকোটে বিমান হামলা।

গত ১২ বছরে ভারতের রাজনীতিতে কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বৃহৎ জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, ডিজিটাল প্রশাসন এবং জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বক্তব্যের একটি নতুন ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজনীতিতে অহংকারকে মানুষ সমর্থন করে না মন্তব্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ২৬ মে(আইএএনএস): রাজনীতিতে অহংকার, গর্ব এবং ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার বিধানসভায় আলোচনার সময় তিনি নবনির্বাচিত বিধায়কদের সতর্ক করে বলেন, জনগণের সমর্থন কখনও স্থায়ী নয় এবং মানুষই নেতাদের জয়ী করতে যেমন পারে, তেমনই পরাজিতও করতে পারে।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, নির্বাচনে জয় পাওয়ার পর কোনও নেতার মধ্যে অহংকার বা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তৈরি হওয়া উচিত নয়। কারণ সাধারণ মানুষ তাঁদের জনপ্রতিনিধিদের আচরণ এবং মনোভাব খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন।

তিনি বলেন, "রাজনীতিতে যদি অহংকার, গর্ব ও আত্মম্ভরিতা প্রবেশ করে, তাহলে মানুষ মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ছোটখাটো নির্বাচনে নেতাদের শিক্ষা দিতে পারে।"

সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রবণতার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক নেতা ও রাজনৈতিক দল মনে করেন একবার জয়ী হলে তাঁরা দীর্ঘদিন রাজনৈতিকভাবে অপরাজেয় থাকবেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সবসময় একই থাকে না। তাঁর কথায়, "আজ আমরা জিতেছি বলে আগামীকালও জিতব, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।"

বিশেষ করে নবীন বিধায়কদের উদ্দেশে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ক্ষমতার মোহে আটকে না থেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখা জরুরি। তিনি বলেন, "আমরা এখানে একবারের জন্য বিধায়ক হতে আসিনি। মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করলে তবেই বারবার এই বিধানসভায় ফিরে আসা সম্ভব।"

জনগণ অহংকারী নেতাদের সহজেই চিনে ফেলতে পারেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যেমন মানুষ জল আর দুধের পার্থক্য বুঝতে পারে, তেমনই অহংকারী বিধায়ক এবং সাধারণ মানুষের পাশে থাকা প্রতিনিধিদেরও চিনতে পারে।"

অসমের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রসঙ্গও টানেন তিনি। তাঁর মতে, সামাজিক পরিবর্তন ও মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ভোটের ফলাফলও বদলাচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ছে বলেও তিনি দাবি করেন।

এছাড়া তিনি বলেন, একের পর এক নির্বাচনে সাফল্য রাজনীতিবিদদের আত্মতুষ্ট করে তুলতে পারে না। মানুষের আস্থা ধরে রাখতে হলে উন্নয়নমূলক কাজ এবং জনসেবাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

শাসক বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে শাসনব্যবস্থা, নির্বাচন ও রাজনৈতিক আচরণ নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাহুলের 'এক বছরের মধ্যে কেন্দ্র সরকার পড়ে যাবে' মন্তব্যে সমর্থন অখিলেশের

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-র 'এক বছরের মধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার পড়ে যাবে' মন্তব্যকে সমর্থন করলেন সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদব।মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে অখিলেশ যাদব সংক্ষিপ্ত জবাব দেন, "উনি ঠিকই বলেছেন।"এরপর তিনি আরও বলেন, "উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রের সরকারও পড়ে যাবে।"আগামী বছরের শুরুতেই উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগেই এই মন্তব্য নতুন রাজনৈতিক জল্পনার জন্ম দিয়েছে।উল্লেখ্য, গত ২৩ মে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু উপদেষ্টা কমিটির এক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী দাবি করেছিলেন যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসন্তোষের কারণে এক বছরের মধ্যেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার পড়ে যেতে পারে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।ভারতীয় জনতা পার্টি রাহুলের এই বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে। বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় অভিযোগ করেন, রাহুল গান্ধী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সরকার ফেলার ষড়যন্ত্র করছেন। তবে দেশের মানুষ তা সফল হতে দেবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।এছাড়াও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল রাহুলের মন্তব্যকে তথাকথিত 'টুকরে টুকরে গ্যাং'-এর বড় ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত বলে দাবি করেন।রাজনৈতিক মহলের মতে, রাহুলের বক্তব্যে সমর্থন জানিয়ে অখিলেশ যাদব সম্ভবত বিরোধী ভারত জোট-কে নতুন করে সক্রিয় করার বার্তা দিতে চাইছেন। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিকে সরাসরি কেন্দ্রীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে বিজেপির প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করার কৌশলও স্পষ্ট হয়েছে।৮০টি লোকসভা আসন নিয়ে উত্তরপ্রদেশ দেশের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এই রাজ্যে যে দল শক্তিশালী অবস্থানে থাকে, কেন্দ্রের সরকার গঠনের ক্ষেত্রেও তারা বড় সুবিধা পায়।

পাঞ্জাব ও চণ্ডীগড়ে রয়্যাল সিটি প্রোমোটার্সের একাধিক ঠিকানায় ইডি হানা বাজেয়াপ্ত নথি ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস

চণ্ডীগড়, ২৬ মে: অর্থ তছরুপ ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে পাঞ্জাব ও চণ্ডীগড়ে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাল প্রয়োগ অধিদপ্তর। অভিযানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি, আর্থিক তথ্য এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।ইডির চণ্ডীগড় জোনাল অফিস-১ এই তল্লাশি অভিযান চালায়। অভিযানে প্রবীণ কানসাল ওরফে রকি, নীরজ কানসাল, দলজিৎ সিং, অনুরাগ মিধা, লিয়াকত আলি, সুমিত বনসাল-সহ একাধিক ব্যক্তির বাসভবন ও সংশ্লিষ্ট স্থানে তল্লাশি চালানো হয়।জানা গিয়েছে, এই তল্লাশি পরিচালিত হয়েছে ২০০২ সালের অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর ১৭ নম্বর ধারার অধীনে।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের ঙ্গে যুক্ত চণ্ডীগড় রয়্যাল সিটি প্রোমোটার্স প্রাইভেট লিমিটেড, রয়্যাল এস্টেট গ্রুপ এবং তাদের সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়। এর মধ্যে জিরাকপুরে চণ্ডীগড়-দিল্লি হাইওয়েতে অবস্থিত রয়্যাল এস্টেট গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ও রয়েছে।এই মামলার সূত্রপাত হয় ২০২৫ সালের ১৯ জুলাই পাঞ্জাব পুলিশের এসএএস নগর থানায় দায়ের হওয়া একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৬, ৪২০ ও ১২০-বি ধারায় সংস্থার ডিরেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।

অভিযোগ, এসএএস নগরের কারালা গ্রামের একটি আবাসন প্রকল্পকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর মোহালি এলাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর বকেয়া আর্থিক দায় ইচ্ছাকৃতভাবে পরিশোধ না করা হয় এবং প্রায় ৩২.৬৭ কোটি টাকার বাউন্স হওয়া চেক জমা দেওয়া হয়েছিল।ইডির প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, সিআরসিপিএল-এর বিপুল পরিমাণ বকেয়া থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের অর্থ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের মাধ্যমে ঘোরানো হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, রয়্যাল এস্টেট গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন এবং একাধিক স্তরে অর্থ স্থানান্তরের প্রমাণ মিলেছে।তল্লাশি অভিযানের সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিজিটাল ডিভাইস, আর্থিক রেকর্ড এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তীতে এআইডিএসও'র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আমেই লুকিয়ে বার্ধক্যের ‘প্রতিষেধক’

এখন কোরিয়ান গ্লাস স্কিন বা কাচের মতো চকচকে ত্বক পাওয়ার এক তুমুল ক্রেজ তৈরি হয়েছে। আর এই নিখুঁত ও টান টান ত্বক পাওয়ার জন্য অনেকেই হাজার হাজার টাকা খরচ করে নানারকম দামি ব্র্যান্ডের প্রসাধনী কিনছেন। কিন্তু বার্ধক্যের ছাপ এড়ানোর সেই আসল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে চিরপরিচিত কাঁচা আমের মধ্যেই। গরমের এই মরসুমে বাজারে ভরপুর আনাগোনা রয়েছে যে কাঁচা আমের, তা কিন্তু আসলে ত্বকের জন্য এক জাদুকরি দাওয়াই। বিদেশি বহু ব্র্যান্ড এখন বাজারে যে দামি ‘এনজাইম এক্সফোলিয়েটর’ বিক্রি করছে, তার মূল উপাদান রয়েছে এই কাঁচা আমেই। নেদারল্যান্ডস থেকে শুরু করে বার্সেলোনার বিভিন্ন গবেষণাগারেও প্রমাণিত হয়েছে যে, কাঁচা আম ত্বকের অকালবার্ধক্য রুখে দিতে অত্যন্ত কার্যকরী। কাঁচা আমে রয়েছে ‘ম্যাঙ্গিফেরিন’ নামের এক বিশেষ ধরনের প্রাকৃতিক এনজাইম, যা ত্বকের ওপরের স্তরের মৃত কোষ অনায়াসে পরিষ্কার করে। কোনও রকম স্ক্রাবারের ঘষাঘষি ছাড়াই এটি রোমকূপের ভেতরের জমে থাকা গভীর ময়লা সরিয়ে দেয়। সংবেদনশীল ত্বকের কোনও ক্ষতি না করেই এটি ত্বককে করে তোলে ভেতর থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ‘কোলাজেন’ নামক প্রোটিন তৈরির পরিমাণ কমে যায়, যার ফলে চামড়া ঝুলে পড়ে ও বলিরেখা দেখা দেয়। কাঁচা আমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি, যা ত্বকে নতুন করে কোলাজেন তৈরি করতে বিপুলভাবে সাহায্য করে। এর ভেতরের এনজাইম ত্বকের নমনীয়তা বজায় রাখে এবং ত্বকের বয়স ধরে রাখে।

গ্রীষ্মের কড়া রোদ আর চড়া অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের কোষের আয়ু কমিয়ে দেয় এবং মুখে কালচে পিগমেন্টেশন বা ট্যান তৈরি করে। কাঁচা আমের শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বকের ওপর একটি অদৃশ্য সুরক্ষাকবচ তৈরি করে দূষণ ও রোদ থেকে বাঁচায়। এর শাঁস সরাসরি ত্বকে লাগালে মেলানিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রোদে পোড়া ভাব নিমেষেই দূর হয়।

গরমের ভ্যাপসা আবহাওয়ায় অনেকেরই ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত হয়ে যায় এবং রোমকূপের মুখ বড় হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। কাঁচা আম এখানে প্রাকৃতিক ‘অ্যাস্ট্রিনজেন্ট’ হিসাবে কাজ করে ত্বকের অতিরিক্ত সেবাম বা তেল নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে ত্বকের বড় হয়ে যাওয়া রোমকূপগুলো সংকুচিত হয়ে আসে এবং ত্বক দেখায় মসৃণ ও টান টান।

বাজারচলতি কেমিক্যালযুক্ত পণ্য এড়িয়ে বাড়িতেই কাঁচা আমের পাল্প মুখে পাতলা করে ৫ থেকে ১০ মিনিট লাগিয়ে রাখতে পারেন। ব্যবহারের পর হালকা একটু সুড়সুড়ি বা জ্বালা ভাব অনুভব হলে বুঝবেন এনজাইম তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। এ ছাড়া কাঁচা আমের শাঁসের সঙ্গে সামান্য দই আর মধু মিশিয়ে সপ্তাহে দুদিন লাগালেও দারুণ উপকার পাওয়া যায়।

ত্বকের তৈলাক্ত ভাব কমাতে এবং ব্রণ দূর করতে কাঁচা আম দিয়ে চমৎকার ঘরোয়া টোনার বানিয়ে নেওয়া সম্ভব। খোসাসমেত কাঁচা আমের টুকরো জলে ফুটিয়ে, সেই জল অর্ধেক করে ছেঁকে ঠান্ডা করে নিলেই তৈরি প্রাকৃতিক টোনার। এর সঙ্গে সামান্য গোলাপজল মিশিয়ে নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের বার্ধক্য থমকে যাবে আর আপনি পাবেন কাঙ্ক্ষিত তরুণ ত্বক।

সর্ষের তেল ছাড়া বাঙালির হেঁশেল ঠিক জমে না

সর্ষের তেল ছাড়া বাঙালির হেঁশেল যেন ঠিক জমে না। গরম ভাতে একটু কাঁচা তেল হোক বা মাছের ঝোলের সেই চেনা স্বাদ, সবেতেই এর অবাধ রাজত্ব। কিন্তু প্রতিদিনের রান্নায় যে তেল ব্যবহার করা হচ্ছে, তা কি আদৌ খাঁটি? নাকি লাভের আশায় মেশানো হচ্ছে মারাত্মক সব রাসায়নিক? বর্তমানে বাজারে ভেজাল তেলের রমরমা এতটাই বেড়েছে যে, তা নীরবে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছে। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। রান্নাঘরে থাকা তেলের শুদ্ধতা যাচাই করার বেশ কিছু সহজ পদ্ধতি রয়েছে।

অধিক লাভের জন্য অসাধু ব্যবসায়ীরা সর্ষের তেলের সঙ্গে পাম অয়েল, সস্তা খনিজ তেল এবং কখনও কখনও ‘মেটানিল ইয়েলো’ নামক এক ধরনের কৃত্রিম রং মিশিয়ে থাকেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের রাসায়নিক নিয়মিত শরীরে প্রবেশ করলে ক্যানসারের মতো মারণরোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, হজমের সমস্যা থেকে শুরু করে লিভারের ক্ষতি, সবই হতে পারে ভেজাল তেলের জন্য।

পাম অয়েল চেনার সহজ উপায়

ঘরোয়া পদ্ধতিতে ভেজাল ধরার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হল কোল্ড টেস্ট বা ফ্রিজার পরীক্ষা। একটি ছোট কাচের বাটিতে কিছুটা তেল নিয়ে ফ্রিজারে আধ ঘণ্টার জন্য রেখে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর বাটিটি বের করে যদি দেখা যায় তেলের ওপর সাদাটে বা ক্রিমের মতো আস্তরণ জমেছে, তবে বুঝতে হবে তাতে পাম অয়েল বা নিম্নমানের ফ্যাট মেশানো হয়েছে। খাঁটি সর্ষের তেলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তা প্রচণ্ড ঠান্ডাতেও কখনও জমে যায় না।

রাসায়নিক রঙের দাগ--- তেলে ক্ষতিকর রং মেশানো আছে কি না, তা বুঝতে দুই হাতের তালুতে কয়েক ফোঁটা তেল নিয়ে ভালো করে ঘষতে হবে। যদি তালুতে অস্বাভাবিক গাঢ় হলুদ রং লেগে থাকে, তবে তা বিপদের সংকেত। আরও নিশ্চিত হতে সাধারণ সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া যেতে পারে। হাত ধোয়ার সময় যদি হলুদ রং ছাড়তে শুরু করে, তবে সেই তেল অবিলম্বে বাতিল করা উচিত।

তেলের ঝাঁঝ এবং গন্ধ— আসল সর্ষের তেলের নিজস্ব একটি কড়া ঝাঁঝ থাকে, যা চোখে জল এনে দেয়। বোতল খোলার পর যদি সেই চেনা ঝাঁঝ না মেলে অথবা গরম করার সময় বিকট কোনও গন্ধ বেরোয়, তবে বুঝতে হবে তেলটি নকল। বাজার থেকে সবসময় পরিচিত ও ‘FSSAI’ শংসাপত্র প্রাপ্ত ব্র্যান্ডের তেল কেনা বুদ্ধিমানের কাজ। বোতলের গায়ে ‘কাচ্চি ঘানি’ বা ‘কোল্ড প্রেসড’ লেখা আছে কি না, তা যাচাই করে নেওয়া জরুরি। খোলা তেল কেনা থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিত, কারণ সেখানেই ভেজাল মেশানোর ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। একটু সচেতনতা মারাত্মক রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। রোদ থেকে ফিরেই এসি ঘরে ঢুকছেন? ফুসফুসে কী কী ঘটছে জানলে চমকে যাবেন বাইরে মাথার ওপর গনগনে রোদ, আর পারদ চল্লিশের ঘর ছুঁই ছুঁই। এই তীব্র গরম থেকে অফিস বা বাড়ি ফিরে সোজা এসি চালিয়ে তার সামনে বসে পড়া কিংবা মেট্রো বা শপিং মলের কনকনে ঠান্ডা আবহে ঢুকে পড়া, অনেকেরই চেনা অভ্যাস। কিন্তু এই সাময়িক আরাম যে ফুসফুস ও শ্বাসনালীর ওপর কতটা মারাত্মক প্রভাব ফেলছে, সেই বিষয়ে অনেকেই গুরুত্ব দেন না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই আকস্মিক তাপমাত্রার পরিবর্তনজনিত ধকলকে বলা হয় ‘থার্মাল শক’। এই বিষয়ে সতর্ক করে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার সৌম্য গায়েন সরাসরি জানিয়েছেন, গরম থেকে হঠাৎ এসির ঠান্ডায় ঢুকলে শ্বাসনালীর ভেতরে এক বিধ্বংসী পরিবর্তন ঘটে।

শরীরের স্বাভাবিক সুরক্ষাকবচ কীভাবে ভেঙে পড়ে?— মানুষের শরীরে বাতাস প্রবেশের একটি স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া রয়েছে। ডাক্তার গায়েন জানান, মাত্রাতিরিক্ত গরমে আমাদের দেহে প্রথমে যে হাওয়া প্রবেশ করে, তা নাসিকা গহ্বর বা নেজাল সাইনাসগুলোর মাধ্যমে ভেতরে যায়। এরপর নেজোফ্যারিংস এবং ওরোফ্যারিংস হয়ে ট্র্যাকিয়ার মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছায়। নাকের ভেতরের মিউকাস মেমব্রেনের কাজ হল অতিরিক্ত ঠান্ডা ও শুকনো হাওয়াকে কিছুটা জলীয় এবং গরম করে ফুসফুসের উপযোগী করে তোলা। কিন্তু বাংলার মতন অতিরিক্ত আর্দ্রতা প্রধান আবহাওয়ায় হঠাৎ এই তাপমাত্রা বদলে গেলে শরীরের এই স্বাভাবিক সুরক্ষাকবচ আর কাজ করতে পারে না। চিকিৎসকের মতে, বাইরের অসহনীয় আর্দ্রতার সঙ্গে আমাদের নেজাল সাইনাসের মিউকাস মেমব্রেনগুলো মানিয়ে নেয়। ডঃ সৌম্য গায়েন (সহকারী অধ্যাপক, প্লাস্টিক সার্জারি, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) বলেন, “এই অভিযোজনটা করার পর হঠাৎ যদি সেটা একটা ঠান্ডা পরিবেশে পৌঁছয় এবং এই চেঞ্জটা যদি অত্যন্ত দ্রুত হয়, তাহলে নেজাল মেমব্রেনের মিউকাসগুলো হঠাৎ করে সিক্রেশন বন্ধ হয়ে যায়।” ফলে ঠান্ডা হাওয়া নাককে আরও শুকনো করে দিয়ে সরাসরি ফুসফুসের ব্রঙ্কিওলস-এ পৌঁছে যায়।

ফুসফুসের গভীরে এই শুষ্ক ঠান্ডা হাওয়া আচমকা ঢুকে পড়লে শ্বাসনালী তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়। ডাক্তার গায়েন বিস্তারিত বুঝিয়ে বলেছেন, এসি ঘরে প্রবেশ করার আগে পর্যন্ত ব্রঙ্কিওলসগুলো যে আর্দ্র ও গরম হাওয়া পাচ্ছিল, তা হঠাৎ এসির ঠান্ডা সংস্পর্শে আসায় ‘ব্রঙ্কোস্প্যাজম’ ঘটে। চিকিৎসকের ভাষায়, “ব্রঙ্কোস্প্যাজম হয়ে যায় মানে চট করে সংকুচিত হয়ে যায় এবং বন্ধ হয়ে যায়। এই বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য ফুসফুসে যেমন অক্সিজেনযুক্ত বাতাস প্রবেশ করতে পারে না, তেমনি কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত বাতাসও ওখান থেকে বেরোতে পারে না।” এর ফলে শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড জমতে শুরু করে, যা শরীরকে বিপন্ন করে তোলে। ড: গায়েনের মতে, “দেহে অক্সিজেনের মাত্রা যেমন কমতে থাকে, তেমনি কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রাও বাড়তে থাকে। তাই এই ব্রঙ্কোস্প্যাজমে প্রথমে কাশি, তারপরে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়।” কিছু সময় আগে এসি বন্ধ করে ঘরের পরিবেশ স্বাভাবিক হতে দেওয়া দরকার।

স্প্লিট নাকি উইন্ডো, কোন এসি-তে বিল আসবে কম?

গরমকালের তীব্র দাবদাহ থেকে বাঁচতে এসি বা এয়ার কন্ডিশনার এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম জরুরি অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। তবে এসি কেনার আনন্দের পাশেই যে বড় দুশ্চিন্তাটি এসে কড়া নাড়ে, তা হল মাসের শেষে বিদ্যুতের আকাশছোঁয়া বিল! বাজারচলতি এসিগুলোর মধ্যে মূলত দুটি মডেল সবচেয়ে জনপ্রিয় উইন্ডো এসি এবং স্প্লিট এসি। নতুন এসি কেনার আগে অধিকাংশ ক্রেতার মনেই সাধারণ একটি প্রশ্ন ঘোরে, কোন এসি-তে বিল কম আসবে? উভয় এসির কার্যক্ষমতা, বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং প্রযুক্তির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে এর একটি স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়।

কোন এসিতে বিল কেমন আসবে, তা বুঝতে গেলে প্রথমে দুই ধরনের এসির গঠনগত এবং প্রযুক্তিগত পার্থক্য জানা জরুরি। উইন্ডো এসির ক্ষেত্রে সমস্ত কলকব্জা যেমন কম্প্রেসর, কন্ডেনসার, ইভাপোরেটর ইত্যাদি একটিমাত্র বক্সের ভেতরেই বন্দি থাকে এবং সাধারণত ঘরের জানালার মাপ কেটে এটি বসানো হয়। অন্যদিকে, স্প্লিট এসির দুটি আলাদা অংশ থাকে। ঘরের ভেতরের দেওয়ালে থাকে হালকা ‘ইনডোর ইউনিট’ এবং ঘরের বাইরে বা ছাদে বসানো হয় ভারী ‘আউটডোর ইউনিট’, যার মধ্যে মূলত কম্প্রেসরটি থাকে। বিলের আসল তারতম্য গড়ে দেয় আধুনিক ‘ইনভার্টার’ প্রযুক্তি। এক দশক আগে পর্যন্ত উইন্ডো এবং স্প্লিট এসির বিদ্যুৎ খরচে খুব বেশি তফাত ছিল না। কিন্তু বাজারে ইনভার্টার প্রযুক্তির প্রবেশের পর সমীকরণ পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। ইনভার্টার প্রযুক্তি হল এমন একটি মেকানিজম, যা ঘরের তাপমাত্রা অনুযায়ী কম্প্রেসরের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঘর পর্যাপ্ত ঠান্ডা হয়ে গেলে ইনভার্টার কম্প্রেসরটি পুরোপুরি বন্ধ না করে খুব কম গতিতে চালু রাখে, ফলে নতুন করে স্টার্ট নেওয়ার বাড়তি বিদ্যুৎ খরচ বেঁচে যায়। বর্তমানে বাজারে উপলব্ধ ৯০ শতাংশেরও বেশি স্প্লিট এসি ইনভার্টার প্রযুক্তিসম্পন্ন। অন্যদিকে, উইন্ডো এসির ক্ষেত্রে ইনভার্টার মডেলের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত এবং বেশিরভাগ উইন্ডো এসিই ‘নন-ইনভার্টার’ হয়ে থাকে। স্বভাবতই, একটি ইনভার্টার স্প্লিট এসি সাধারণ উইন্ডো এসির তুলনায় প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারে। ফলে মাসের শেষে স্প্লিট এসিতেই বিল উল্লেখযোগ্যভাবে কম আসে।

এসি কেনার সময় ব্যুরো অব এনার্জি এফিসিয়েন্সি প্রদত্ত ‘স্টার রেটিং’ লেবেলটি ভালো করে লক্ষ্য করা উচিত। ৩-স্টার বা ৫-স্টার রেটিং যত বেশি হবে, বিদ্যুৎ সাশ্রয় তত বেশি হবে। দেখা গেছে, একটি ৫-স্টার রেটিং যুক্ত ইনভার্টার স্প্লিট এসি, একটি ৩- স্টার রেটিং যুক্ত উইন্ডো এসির চেয়ে অনেক কম বিদ্যুৎ টানে। তবে যদি আপনি উইন্ডো এসির মধ্যেও ৫-স্টার ইনভার্টার মডেল খুঁজে পান, তবে সেটির বিদ্যুৎ খরচ স্প্লিট এসির কাছাকাছিই হবে। কিন্তু প্রযুক্তির বিবর্তনে স্প্লিট এসির কুলিং এফিসিয়েন্সি বা ঘর ঠান্ডা করার ক্ষমতা উইন্ডো এসির চেয়ে সবসময় কিছুটা এগিয়ে থাকে।

বিদ্যুৎ বিলের পাশাপাশি এই দুই এসির কিছু নিজস্ব সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। স্প্লিট এসির প্রাথমিক দাম এবং দেওয়ালে ফিটিং করানোর খরচ উইন্ডো এসির তুলনায় বেশি। তবে স্প্লিট এসির কম্প্রেসরটি ঘরের বাইরে থাকায় ঘর থাকে একদম শান্ত। অন্যদিকে উইন্ডো এসির দাম বেশ সাধ্যের মধ্যে এবং এটি সহজেই জানালায় বসানো যায় বলে ইনস্টলেশন খরচ কম, কিন্তু সমস্ত মেকানিজম ঘরের ভেতরে থাকায় এটি চলার সময় কিছুটা ঘড়ঘড় শব্দ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, যদি আপনার মূল লক্ষ্য হয় মাসের শেষে বিদ্যুতের বিল বাঁচানো, তবে চোখ বন্ধ করে একটি ভালো ব্র্যান্ডের ইনভার্টার স্প্লিট এসি (বিশেষত ৪ বা ৫ স্টার) কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রাথমিক ক্রয়ের খরচ একটু বেশি হলেও, দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ বিলের সাশ্রয় সেই টাকা উসুল করে দেবে। তবে আপনার বাজেট যদি সীমিত হয়, ঘর যদি ভাড়ার বাড়ি হয় (যেখানে দেওয়ালে ড্রিল করার অনুমতি নেই) এবং দিনে মাত্র ২-৩ ঘণ্টা এসি চালানোর পরিকল্পনা থাকে, তবেই কেবল উইন্ডো এসি বেছে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য সচেতন ক্রেতা হিসেবে মনে রাখবেন শুধু এসি কেনাই নয়, সঠিক তাপমাত্রায় (২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এসি চালানো এবং নিয়মিত ফিল্টার পরিষ্কার রাখার ওপরেও কিন্তু বিলের কম-বেশি হওয়া নির্ভর করে।

কিছু ড্রিঙ্ক চরম গরমে শরীর করে শীতল

এই দিনগুলোতে প্রখর রোদ, লু বা গরম হাওয়া এবং চিলচিলানি গরম যেন অগ্নিবৃষ্টি করে। এই মরসুমে মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রাও একলাফে অনেকটা বেড়ে যায়, শরীরে দেখা দেয় জলের ঘাটতি এবং সেই সঙ্গে সানস্ট্রোক বা লু লাগার মতো মারাত্মক সমস্যার ঝুঁকিও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই দিনগুলোতে শরীরকে ভেতর থেকে ঠান্ডা রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর তার জন্য ঘরোয়া বিভিন্ন পানীয় বা ড্রিংকস সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হতে পারে। তীব্র দাবদাহে জ্বলছে ভারতের অধিকাংশ এলাকা। দেশের বেশ কিছু জায়গায় তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি পার করেছে। এই দিনগুলোতে প্রখর রোদ, লু বা গরম হাওয়া এবং চিলচিলানি গরম যেন অগ্নিবৃষ্টি করে। এই মরসুমে মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রাও একলাফে অনেকটা বেড়ে যায়, শরীরে দেখা দেয় জলের ঘাটতি এবং সেই সঙ্গে সানস্ট্রোক বা লু লাগার মতো মারাত্মক সমস্যার ঝুঁকিও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই দিনগুলোতে শরীরকে ভেতর থেকে ঠান্ডা রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর তার জন্য ঘরোয়া বিভিন্ন পানীয় বা ড্রিংকস সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হতে পারে।

বিশেষ করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এমন কিছু ভেষজ বা জড়ি-বুটির উল্লেখ মেলে, যা প্রাকৃতিকভাবে শরীরকে শীতল রাখতে সাহায্য করে। এমনই এক অব্যর্থ উপাদান হল ‘খস’। গরমের দিনে খস দিয়ে তৈরি পানীয় স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয়। খসের নিজস্ব প্রকৃতি বা তাসির হল অত্যন্ত ঠান্ডা, যা শরীরের ভেতরের অতিরিক্ত তাপকে নিমেষেই শান্ত করতে পারে। চলুন এই প্রতিবেদনে জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে তৈরি করবেন খসের এই জাদুকরী পানীয় এবং এর কী কী স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে। খস হল এক ধরণের বিশেষ ভেষজ উদ্ভিদ, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ‘ভেটিভার’। এই গাছের শিকড় বা মূলটি মূলত পানীয় তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়, যা শরীরকে ঠান্ডা রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ কিরণ গুপ্তা জানাচ্ছেন, এই তীব্র গরমের সময় খস দিয়ে তৈরি পানীয় শরীরকে শীতলতা জোগাতে সবচেয়ে বেশি উপকারে আসে। এর পুষ্টিগুণের কথা বলতে গেলে, খসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান থাকে, যা গরমের কারণে শরীরের কোষের ক্ষতি হওয়া রুখতে সাহায্য করে। এছাড়াও এতে রয়েছে আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং বেশ কিছু প্রয়োজনীয় খনিজ বা মিনারেলস। এই উপাদানগুলো শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায় এবং ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতার হাত থেকে রক্ষা করে। কীভাবে তৈরি করবেন খসের এই রিফ্রেশিং ড্রিংক? খসের শিকড় আপনি যেকোনও দশকর্মা বা পানের দোকানে সহজেই পেয়ে যাবেন। দেখতে এটি শুকনো শিকড়ের জটলার মতো হয়। পানীয়টি তৈরি করতে প্রথমে একটি কাচের বোতলে জল নিয়ে তাতে খসের শিকড়গুলো ভিজিয়ে রাখুন। অন্তত ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর এই জলটি পানীয় তৈরির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এবার একটি গ্লাসে সেই খস ভেজানো জল নিন। তাতে পরিমাণমতো লেবুর রস, সামান্য নুন এবং চিনি (বা মিছরি গুঁড়ো) মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে চমৎকার খস ড্রিংক। গরমের এই দিনগুলোতে দিনে অন্তত একবার এই পানীয়টি খাওয়া উচিত। খস ড্রিংক যে শুধু শরীরকে ঠান্ডাই রাখে তা নয়, বরং এটি শরীরের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও অত্যন্ত উপকারী। হজমশক্তি বৃদ্ধি: গরমের দিনে পেটের সমস্যা সাধারণ বিষয়। খস হজমপ্রক্রিয়াকে সচল ও উন্নত রাখতে দারুণ সাহায্য করে। ত্বকের সুরক্ষা: অতিরিক্ত গরমে ত্বকে চুলকানি, র‍্যাশ বা ঘামাচির মতো দানা বেরোনোর সমস্যা দেখা দেয়। খসের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ শরীরকে ভেতর থেকে টক্সিনমুক্ত করে, যার ফলে ত্বকের এই সমস্যাগুলো দূর হয়। মানসিক চাপ মুক্ত করা: খসের একটি নিজস্ব মৃদু ও প্রাকৃতিক সুবাস রয়েছে। এই সুগন্ধ মানসিক চাপ বা ক্লান্তি কমাতে এবং মুড ফ্রেশ রাখতে সাহায্য করে।

বাড়ি থেকে রান্নাঘর, সর্বত্র অবাধ বিচরণ আরশোলার

ঘর বা রান্নাঘরে আরশোলার উপদ্রব কেবল অস্বস্তিকরই নয়, এটি টাইফয়েড বা ডায়রিয়ার মতো মারাত্মক রোগের জীবাণু ছড়ায়। ঘরোয়া ও প্রাকৃতিক কিছু সহজ উপায় নিয়ম মেনে চললে কোনও ক্ষতিকর রাসায়নিক ছাড়াই ঘর থেকে চিরতরে আরশোলা দূর করা সম্ভব। বোরিক অ্যাসিড আরশোলা তাড়ানোর জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। সমপরিমাণ বোরিক অ্যাসিড, আটা ও সামান্য চিনি মিশিয়ে ছোট ছোট বল তৈরী করুন। এই বলগুলি ঘরের কোণে, আলমারির নিচে এবং রান্নাঘরের অন্ধকার জায়গায় রেখে দিলে আরশোলার উপদ্রব দ্রুত কমে যাবে। বেকিং সোডা ও চিনির মিশ্রণ আরশোলার আনাগোনার জায়গায় ছড়িয়ে দিন। চিনির মিষ্টি গন্ধ আরশোলাকে আকর্ষিত করবে ও বেকিং সোডা খাওয়ার ফলে তাদের পরিপাকতন্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে। এটি পোষ্য ও শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও বেশ কার্যকরী ঘরোয়া উপায়।

আরশোলা তেজপাতার তীব্র গন্ধ একদম সহ্য করতে পারে না। কয়েকটি শুকনো তেজপাতা গুঁড়ো করে রান্নাঘরের কোণে, সিঙ্কের নিচে ও ঘরের জানলার পাশে ছড়িয়ে রাখুন। এই গন্ধের কারণে আরশোলা আপনার ঘরে ঢুকবে না এবং ঘর ছেড়ে অনায়াসেই পালিয়ে যাবে। একটি পাত্রে জলের সঙ্গে এক চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, অর্ধেক পেঁয়াজ বাটা এবং একটি রসুন বাটা মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। জল ঠান্ডা হলে একটি স্প্রে বোতলে ভরে আরশোলার লুকোনোর জায়গায় স্প্রে করুন। এর ঝাঁঝালো গন্ধ আরশোলা তাড়াতে দারুন কাজ করে।

আরশোলা মূলত খাবার ও নোংরা জায়গার সন্ধানে আসে। তাই প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে রান্নাঘরের স্ল্যাব ভাল করে মুছে নিন ও খাবারের কোনও অবশিষ্টাংশ খোলা রাখবেন না। ঘর সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং শুকনো রাখলে আরশোলার বংশবৃদ্ধি করার কোনও সুযোগ থাকে না। ঘরের দেয়ালের ফাটল, ড্রেন বা জলের পাইপের মুখ দিয়েই আরশোলা ঘরে প্রবেশ করে। সিমেন্ট বা পট্টি দে দেয়ালের সব ফাটল বন্ধ করে দিন। রাতে ঘুমোনোর আগে বাথরুমে বা রান্নাঘরের সিনের ড্রেনের মুখে জালি বা ঢাকনা দিয়ে আটকে রাখা অত্যন্ত জরুরি। খোলা ডাস্টবিন হল আরশোলার প্রধান খাবারের উৎস। সবসময় ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন ব্যবহার করুন এবং প্রতিদিন বাড়ির বাইরে ফেলার ব্যবস্থা করুন। ডাস্টবিনের চারপাশ নিয়মিত জীবনইনাশক দিয়ে পরিষ্কার রাখলে আরশোলা সেখানে বাসা বাঁধতে বা ডিম পাড়তে পারবে না।

তেল ছাড়া প্রেসার কুকারে ফুলকো ফুলকো লুচি

ছুটির দিন সকাল মানেই বাঙালির পাতে ধোঁয়া ওঠা ফুলকো লুচি আর কষা আলুর দম। কিন্তু ডায়েটের চক্করে আর হার্টের ভয়ে এই স্বর্গীয় সুখ থেকে অনেকেই নিজেদের বঞ্চিত করেন। ডুবো তেলের ভয়ে জিভকে সামলে রাখা ভোজনরসিকদের জন্য রইল দারুণ টিপস। রান্নার এক অভিনব কৌশলে এবার এক ফোঁটা তেল ছাড়াই তৈরি হবে নরম তুলতুলে লুচি। কোনও কড়াই বা ছাঁকনি নয়, এই অসাধ্য সাধন করবে আপনার রান্নাঘরের অত্যন্ত পরিচিত একটি গ্যাজেট, প্রেসার কুকার। কীভাবে? স্বাস্থ্য সচেতন মানুষদের জন্য এই তেল-মুক্ত রেসিপিটি যেন হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। চিকিৎসকদের মতে, অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার হৃদরোগ, উচ্চ কোলেস্টেরল এবং ওজন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু এই পদ্ধতিতে চর্বি এবং ক্যালোরির পরিমাণ প্রায় শূন্যে নেমে আসে, ফলে শরীর খারাপের কোনও আশঙ্কাই থাকে না। স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের এমন যুগলবন্দি সত্যিই বিরল। কীভাবে বানাবেন জেনে নিন— উপকরণ এই স্পেশাল লুচি বানাতে খুব বেশি ঝক্কি পোহাতে হবে না। সাধারণ কিছু ঘরোয়া জিনিসপত্র দিয়েই এটি তৈরি করা সম্ভব: গমের আটা: ২ কাপ, জোয়ান: আধ চা চামচ, লবণ: স্বাদ অনুযায়ী, হালকা গরম জল: পরিমাণমতো, ধাপে ধাপে কীভাবে বানাবেন? ১. প্রথমে একটি বড় পাত্রে গমের আটা নিয়ে তাতে লবণ ও জোয়ান ভাল করে মিশিয়ে নিন। জোয়ান দিলে হজম যেমন ভাল হয়, তেমনই লুচির স্বাদও বাড়ে। ২. এবার অল্প অল্প করে হালকা গরম জল দিয়ে আটা মাখতে শুরু করুন। মনে রাখবেন, মণ্ডটি যেন সাধারণ লুচির চেয়ে কিছুটা শক্ত বা আঁটসাঁট হয়। ৩. মাখা হয়ে গেলে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য একটি পাত্র দিয়ে ঢেকে রাখুন। এতে মণ্ডটি সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে এবং বেলার সময় ফেটে যাবে না। ৪. এরপর ছোট ছোট লেচি কেটে বেলন-চাকির সাহায্যে সাধারণ লুচির আকারে বেলে নিন। ৫. এবার আসল টুইস্ট! গ্যাসে প্রেসার কুকার বসিয়ে তাতে ১ থেকে ২ গ্লাস জল দিন এবং ভেতরে একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে দিন। একটি স্টিলের থালায় সামান্য একটু ঘি বা তেল মাখিয়ে নিন, যাতে লুচিগুলো আটকে না যায়। ৬. বেলে রাখা লুচিগুলো থালায় সাজিয়ে স্ট্যান্ডের ওপর বসিয়ে দিন। এবার কুকারের ঢাকনা বন্ধ করুন, তবে ভুল করেও হুইসেল বা সিটিটি লাগাবেন না। ৭. মাঝারি থেকে উচ্চ আঁচে ভাপের সাহায্যে মাত্র ৩ থেকে ৪ মিনিট রান্না হতে দিন। কুকারের ঢাকনা খুললেই দেখবেন, তেল ছাড়াই লুচি সুন্দর ফুলে উঠেছে। পুষ্টিবিদদের মতে, প্রেসার কুকারের এই স্টিমিং পদ্ধতির পাশাপাশি অনেকে আজকাল মাইক্রোওয়েভ বা এয়ার ফ্রায়ারেও তেল ছাড়া লুচি তৈরি করছেন। তবে প্রেসার কুকারের এই ঘরোয়া টেকনিকটি সবচেয়ে সহজ এবং সাশ্রয়ী। এবার আর লোভ সংবরণ নয়, গরম গরম আলুর দম বা ছোলার ডালের সঙ্গে চুটিয়ে উপভোগ করুন এই স্বাস্থ্যকর ফুলকো লুচি।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর নির্দেশ যোগীর, পর্যালোচনা বৈঠকে জোর দ্রুত পরিষেবায়

লখনউ, ২৬ মে: উত্তরপ্রদেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও দ্রুত ও আধুনিক করতে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার উপর জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল শিক্ষা দফতরের পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে সময়মতো স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে কাজের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ মানবসম্পদ এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং প্রতিষ্ঠান ও সুপার-স্পেশালিটি পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, "মেডিক্যাল শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু প্রতিষ্ঠান বাড়ানো নয়। রাজ্যকে দক্ষ চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ এবং মানসম্মত স্বাস্থ্যকর্মী প্রদান করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আধুনিক সরঞ্জাম, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং গবেষণার পরিবেশকে গুরুত্ব দিতে হবে।"

বৈঠকে জানানো হয়, বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে ১০৮টি জেলা হাসপাতাল, ১০৬টি বিশেষায়িত হাসপাতাল, ৯৭৬টি কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, ৩,৭৫৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ২৭,৬৬৮টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র চালু রয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সরকারি হাসপাতালগুলিতে ২৬.৪১ কোটি বহির্বিভাগ (ওপিডি) পরিষেবা, ১.২৩ কোটি অন্তর্বিভাগ (আইপিডি) পরিষেবা এবং ২৪.৩৩ কোটি প্যাথলজি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১০ বছরে স্নাতকোত্তর (পিজি) আসন সংখ্যা ১,৩৪৪ থেকে বেড়ে ৫,০৬৭ হয়েছে। একইভাবে এমবিবিএস আসন ৫,৩৯০ থেকে বেড়ে ১২,৮০০-তে পৌঁছেছে। সুপার-স্পেশালিটি আসনও প্রায় ১৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দরিদ্র ও প্রয়োজনীয় মানুষের জন্য এই প্রকল্প বড় সহায়ক হয়ে উঠেছে। হাসপাতালগুলিকে সময়মতো অর্থপ্রদান নিশ্চিত করার নির্দেশও দেন তিনি।

অধিকারিকদের মতে, রাজ্যে বর্তমানে ৬,৪৮০টি হাসপাতাল আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত ৯৬.৭৫ লক্ষেরও বেশি বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

চিকিৎসা গবেষণা ও উদ্ভাবনের উপর জোর দিয়ে যোগী বলেন, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে গবেষণাভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

নির্মীয়মাণ মেডিক্যাল কলেজ ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশও দেন তিনি। তাঁর কথায়, "নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই সমস্ত প্রকল্প শেষ করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ দ্রুত উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পান।"

এছাড়াও অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা প্রদানকারীদের সময়মতো অর্থপ্রদান, হাসপাতালের ওষুধের মান বজায় রাখা এবং তিন মাসের কম মেয়াদ থাকা ওষুধ দ্রুত বদলানোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

যক্ষ্মা নির্মূল অভিযানকে গণআন্দোলনে রূপ দেওয়ার জন্য স্কুল, কলেজ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে যুক্ত করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

পাশাপাশি সরকারি পরিষেবায় দক্ষ চিকিৎসকদের আকৃষ্ট করতে চুক্তিভিত্তিক এমবিবিএস চিকিৎসকদের সম্মানী বৃদ্ধির নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

PNIe-T No:- 02/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Deadline for online Bidding	Website for online bidding	Time and date of Opening of online Bid
1	2	3	4	5	6	7
1	R/mtc of RWS/UWS/JJM Scheme of WQM&SP Supply of field Testing Kits (FTK) for Chemical testing of water sample under different offices of PWD (DWS) during the year 2026-27. DNIET No:-02/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27	1,72,500.00	3,450.00	Upto 3.0 PM on 30.05.2026	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 Pm on 30.05.2026 If Possible

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com

(For and on behalf of Governor of Tripura)

ICA/C-270/26

(Er. R. Darma)
Executive Engineer
DWS Division, Sabroom
South Tripura District

বদলে যাওয়া নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জে বিএসএফকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে: অমিত শাহ

জয়পুর, ২৬ মে: প্রযুক্তিনির্ভর নতুন নিরাপত্তা হুমকির প্রেক্ষিতে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী-এর ভূমিকা এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করতে হবে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার রাজস্থানের বিকানেরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী সাঞ্চু বিএসএফ পোস্টে 'প্রহরী সম্মেলন'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেন।

অমিত শাহ বলেন, বিএসএফের প্রচলিত দায়িত্ব যেমন অনুপ্রবেশ রোধ, চোরাচালান নজরদারি এবং সীমান্তে সতর্কতা বজায় রাখার পাশাপাশি এখন প্রযুক্তিভিত্তিক নতুন ধরনের হুমকির মোকাবিলাও জরুরি হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, "দেশের শত্রুরা এখন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে জাতীয় নিরাপত্তাকে লক্ষ্যবস্তু করছে। তাই সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপত্তা কাঠামো আরও শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানো প্রয়োজন।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশ দেন, সীমান্ত থেকে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও বেআইনি নির্মাণ হলে তা দ্রুত জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের নজরে আনতে হবে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের বিষয়ও সরকারকে জানাতে হবে।

ড্রোনের মাধ্যমে মাদক পাচার ও দেশবিরোধী কার্যকলাপের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "ড্রোন কোথায় নামছে, কারা তা গ্রহণ করছে এবং কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে, তার উপর কড়া নজর রাখতে হবে। জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে শক্তিশালী যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।"

সীমান্ত নিরাপত্তার সঙ্গে স্থানীয় উন্নয়নের যোগসূত্রও তুলে ধরেন শাহ। তিনি জানান, 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস' প্রকল্পের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির উন্নয়ন করা হচ্ছে। তাঁর মতে, বিএসএফ, সেনাবাহিনী, সাধারণ মানুষ এবং রাজ্য প্রশাসনের যৌথ প্রচেষ্টায় চারস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা সম্ভব, যা ভেদ করা কঠিন।

এছাড়াও স্কুলপড়ুয়া ও যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে নিয়মিত কর্মসূচির আহ্বান জানান তিনি।

অপারেশন সিন্দুর-এর সময় বিএসএফের ভূমিকার প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেন, বাহিনীর সদস্যরা সাহস, ধৈর্য এবং উচ্চ মনোবল দেখিয়ে প্রয়োজনে পাকিস্তানকে "যোগ্য জবাব" দিয়েছেন।

সাঞ্চু পোস্টের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন তিনি। জানান, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সাঞ্চু দখলের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় ভারতীয় বাহিনী। সেই সময় রাজস্থান আর্মড কনস্ট্যাবুলারি ও গ্রেনেডিয়ার্স বাহিনীর সদস্যরা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে এলাকা রক্ষা করেছিলেন।

সীমান্তে পরিকাঠামো উন্নয়নের কথাও ঘোষণা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজস্থানের মরু অঞ্চলে ১,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ল্যাটেরাল রোড এবং ৫২০ কিলোমিটার দীর্ঘ অ্যাক্সিয়াল রোড তৈরি করা হবে, যাতে নিরাপত্তা বাহিনীর চলাচল ও সংযোগব্যবস্থা আরও উন্নত হয়।

এছাড়া নতুন নকশার সীমান্ত বেড়া তৈরির কাজ চলছে এবং রাজস্থানের প্রায় ১৮০টি বিএসএফ পোস্টে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলেও জানান তিনি।

নারী নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য ব্যারাক উদ্বোধন করে শাহ বলেন, "দেশের কন্যারাও জাতীয় নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন এবং তাঁদের সমান সুযোগ দেওয়া হবে।" তিনি জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে মহিলা নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করা হবে।

সাঞ্চু সফরে প্রায় ৯০ মিনিট সময় কাটান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে নাশতা করেন, দূরবীন দিয়ে সীমান্ত পর্যবেক্ষণ করেন এবং একটি খেজরি গাছ রোপণ করেন, যাকে তিনি মরুভূমির 'কল্পবৃক্ষ' বলে উল্লেখ করেন।

তিনি আরও জানান, গত সাত বছরে নিরাপত্তা কর্মীরা ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ গাছ রোপণ করেছেন। বিএসএফের আত্মত্যাগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "৪৫ ডিগ্রি থেকে মাইনাস ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রায়, মরুভূমি থেকে বরফঢাকা পাহাড় পর্যন্ত দেশের সীমান্ত রক্ষায় প্রায় ২,০০০ জওয়ান প্রাণ দিয়েছেন।"

পশ্চিম এশিয়া সংকটের মাঝেও দেশে জ্বালানি ও সারের পর্যাপ্ত মজুত: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৬ মে : পশ্চিম এশিয়ার চলমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও দেশে জ্বালানি ও সারের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে বলে আশ্বস্ত করল কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে জাতীয় মিডিয়া সেন্টারে অনুষ্ঠিত আন্তঃ মন্ত্রক সাংবাদিক বৈঠকে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক এবং রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের আধিকারিকরা বর্তমান পরিস্থিতি ও সরকারের প্রস্তুতির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। কেন্দ্র জানিয়েছে, আসন্ন খরিফ মরশুমে দেশের মোট সারের চাহিদা ধরা হয়েছে ৩৯০.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানে মজুত রয়েছে প্রায় ২০০.১২ লক্ষ মেট্রিক টন সার, যা মোট প্রয়োজনের ৫১ শতাংশেরও বেশি। সরকার জানায়, উন্নত পরিকল্পনা, আগাম মজুত ও দক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থার ফলেই এই স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।এদিকে জ্বালানি সরবরাহ নিয়েও আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। গত চার দিনে প্রায় ১.৬৬ কোটি বুকিংয়ের বিপরীতে ১.৭২ কোটি এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে। একই সময়ে দেশজুড়ে ৬,৪৮০টির বেশি অভিযান চালিয়ে কালোবাজারি ও মজুতদারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ৬৮০টির বেশি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত, ১১টি এফআইআর দায়ের এবং একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।সরকার জানিয়েছে, গৃহস্থালির এলপিজি, পাইপ লাইনে গ্যাস অর্থাৎ পিএনজি এবং সিএনজি সরবরাহে ১০০ শতাংশ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহও ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়েছে। ৫ কেজি ফ্রি ট্রেড এলপিজি সিলিন্ডারের প্রচারে ১৫,৪০০টির বেশি সচেতনতা শিবির সংগঠিত হয়েছে এবং সেখানে ২.৪৫ লক্ষের বেশি সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক আরও জানায়, মার্চ ২০২৬ থেকে এ পর্যন্ত ৭.৯৯ লক্ষ নতুন পিএনজি সংযোগে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং আরও ২.৮৭ লক্ষ সংযোগের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়া পরিস্থিতির প্রভাব মোকাবিলায় পেট্রোল ও ডিজেলের উপর কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক লিটার প্রতি ১০ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ায় থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় দূতাবাসগুলি নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করে যাচ্ছে।

জুবিন গর্গ মৃত্যুকাণ্ড: ৭ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন, দ্রুত বিচার আদালতে শুরু মামলার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া

গুয়াহাটি, ২৬ মে: প্রখ্যাত অসমীয়া গায়ক জুবিন গার্গ-এর মৃত্যুর তদন্ত ঘিরে মামলায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হল। মঙ্গলবার গুয়াহাটির একটি ফাস্ট ট্র্যাক আদালত সাত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জ গঠন করেছে।

ফাস্ট ট্র্যাক বিচারক শর্মিলা ভূঞ্জার আদালতে প্রসিকিউশন এবং প্রতিরক্ষা পক্ষের যুক্তি শোনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শুনানির পর সরকারি কেঁসুলি জিয়াউর কামার সাংবাদিকদের জানান, আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়ে বিভিন্ন ধারায় সাতজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই অভিযোগ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে।

তিনি বলেন, "দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সম্মানীয় ফাস্ট ট্র্যাক আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ গঠন করেছে।"

কামারের বক্তব্য অনুযায়ী, চার্জ গঠনের মাধ্যমে মামলার বিচারপ্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল। আগামী ৮ জুন পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। সেদিন থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ ও প্রমাণ নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

আদালত প্রসিকিউশনকে অভিযুক্তদের কাছে সাক্ষীদের তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সরকারি পক্ষ জানিয়েছে, মামলায় বিপুল সংখ্যক সাক্ষীকে হাজির করার পরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর জুবিন গার্গ সিঙ্গাপুরের লাজারাস দ্বীপের কাছে সাঁতার কাটার সময় মারা যান। একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি সেখানে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়।ঘটনার পর অসম পুলিশের সিআইডি-র গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) দীর্ঘ তদন্ত চালিয়ে গত ডিসেম্বরে চার্জশিট জমা দেয়। সেই চার্জশিটে সাতজনের নাম উল্লেখ করা হয়। তাঁদের মধ্যে চারজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে, যা মামলার গুরুত্ব আরও বাড়িয়েছে।

এর আগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিধানসভায় এই ঘটনাকে "একেবারে স্পষ্ট খুনের ঘটনা" বলে মন্তব্য করেছিলেন। তবে সমান্তরালভাবে সিঙ্গাপুর পুলিশের তদন্তে ভিন্ন ছবি উঠে আসে। তাদের দাবি, জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় কোনও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মেলেনি।যদিও অসম প্রশাসন জানিয়েছে, বিদেশি তদন্তের ফল রাজ্যের চলমান তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়াকেপ্রভাবিত করবে না।এই মামলাকে ঘিরে জনমনে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আগামী দিনে জামিন সংক্রান্ত শুনানি মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিকানেরের ঐতিহাসিক সাঞ্চু বিএসএফ পোস্টে অমিত শাহ, জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময়

জয়পুর, ২৬ মে (আইএএনএস) : রাজস্থানের বিকানেরে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থিত ঐতিহাসিক সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী-এর সাঞ্চু পোস্ট পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার সেখানে তিনি 'প্রহরী সম্মেলন'-এ যোগ দেন এবং মরু সীমান্তে মোতায়েন জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।এই সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। চরম আবহাওয়ার মধ্যেও দেশের সীমান্ত রক্ষায় বিএসএফ জওয়ানদের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন অমিত শাহ।

সফরকালে তিনি সীমান্ত পোস্টে কর্মরত জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটান, অনানুষ্ঠানিকভাবে কথা বলেন এবং তাঁদের সঙ্গে বসে জলখাবার ও ঐতিহ্যবাহী প্রাতরাশও করেন।

অনুষ্ঠানে অমিত শাহ ভার্চুয়াল মাধ্যমে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন বিএসএফ পোস্টে নবনির্মিত ১৪টি মহিলা ব্যারাকের উদ্বোধন করেন। সীমান্তে কর্মরত মহিলা নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া তিনি 'প্রহরী আর্মস গ্যালারি' ঘুরে দেখেন এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত আধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি ও নজরদারি ব্যবস্থার প্রদর্শনীও পর্যালোচনা করেন।

জওয়ানদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "বরফঢাকা পাহাড় থেকে তপ্ত মরুভূমি, ৪৫ ডিগ্রি থেকে মাইনাস ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রাসব পরিস্থিতিতেই আমাদের সীমান্ত প্রহরীরা সাহস, নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।"

তিনি জানান, কর্তব্য পালন করতে গিয়ে প্রায় ২,০০০ সীমান্তরক্ষী প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।এই সফরে তিনি একটি খেজরি গাছের চারা রোপণ করেন এবং মরু অঞ্চলে গাছটির গুরুত্ব তুলে ধরে একে 'মরুভূমির কল্পবৃক্ষ' বলে উল্লেখ করেন।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে শাহ বলেন, সেই সময় পাকিস্তান সাঞ্চু দখলের চেষ্টা করলেও ভারতীয় সেনারা শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করে এলাকা রক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেন, সাঞ্চুর ইতিহাস গৌরবময় এবং এখনও 'বিজয় উৎসব' ও 'সাঞ্চু দিবস' পালনের মাধ্যমে সেই ঐতিহ্য স্মরণ করা হয়।অমিত শাহ আরও জানান, বহুদিন ধরেই তাঁর সাঞ্চু পোস্টে আসার ইচ্ছে ছিল, যা এদিন পূরণ হয়েছে।উল্লেখ্য, সাঞ্চু পোস্ট ভারত-পাক সীমান্তের অন্যতম প্রাচীন ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিএসএফ পোস্ট, যা দুটি বড় যুদ্ধের সাক্ষী। অমিত শাহই প্রথম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এই পোস্ট পরিদর্শন করে সরাসরি জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন।

সকালে তিনি সাঞ্চু মাতা মন্দির-এ পুজো দেন এবং পরে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা দিতে গাছের চারা রোপণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিকরা।৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যেও তিনি জওয়ানদের সঙ্গে সীমান্ত নিরাপত্তা ও মরুভূমির কঠিন পরিবেশে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেন। দূরবীন দিয়ে সীমান্তের 'জিরো পয়েন্ট' এলাকাও পর্যবেক্ষণ করেন তিনি।পরে বিকানের বিএসএফ সদর দফতরে সীমান্তবর্তী পাঁচ জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করারও কথা রয়েছে তাঁর। বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা, চোরাচালান এবং ১৮৪টি সীমান্তবর্তী গ্রামে 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজেস' প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুপ্রবেশ রুখতে 'অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তন' নিয়ে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (আইএএনএস) : দেশে অনুপ্রবেশ-সহ 'অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তন'-জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'হাই-লেভেল কমিটি অন ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ' গঠনের ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার তিনি জানান, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এই ধরনের পরিবর্তন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে অমিত শাহ লেখেন, "অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য কারণে হওয়া অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তন যে কোনও দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।"তিনি জানান, ২০২৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই কমিটি গঠনের ঘোষণা করেছিলেন। এর লক্ষ্য হল অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য কারণের ফলে দেশে হওয়া অস্বাভাবিক জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের মূল্যায়ন করা।এই উচ্চপর্যায়ের কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওলেকার-কে। এছাড়া সদস্য হিসেবে থাকবেন জনগণনা কমিশনার, দুর্গাশঙ্কর মিশ্র (অবসরপ্রাপ্ত আইএএস), বালাজি শ্রীবাস্তব (অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস) এবং ড. শামিকা রবি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ফরেনার্স-১ বিভাগের যুগ্মসচিব এই কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলেও জানান শাহ।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের বিষয়টি শুধু দেশের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে নয়, জাতীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং আদিবাসী সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্গেও জড়িত।তাঁর কথায়, "এই কমিটি বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণের ফলে সারা দেশে হওয়া জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের বিস্তারিত মূল্যায়ন করবে। ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রদায়ভিত্তিক অস্বাভাবিক জনসংখ্যা পরিবর্তনের ধরণ বিশ্লেষণ করে সময়বদ্ধ সমাধানও প্রস্তাব করবে।"উল্লেখ্য, গত বছরের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন, সরকার কোনওভাবেই অনুপ্রবেশকারীদের আদিবাসীদের জমি দখল করতে দেবে না। তাঁর অভিযোগ ছিল, অনুপ্রবেশকারীরা শুধু দেশের নিরাপত্তার জন্যই হুমকি নয়, তারা যুবকদের জীবিকাও কেড়ে নিচ্ছে এবং আদিবাসীদের জমি দখল করছে।সেই সময়ই তিনি 'হাই-পাওয়ারড ডেমোগ্রাফি মিশন' শুরু করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

বকরি ইদ ঘিরে কড়া নিরাপত্তা উত্তরপ্রদেশে, জারি একাধিক নির্দেশিকা

লখনউ, ২৬ মে (আইএএনএস) : বকরি ইদ উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। উৎসবকে ঘিরে পশু কোরবানি, নামাজ, পরিচ্ছন্নতা এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জেলার প্রশাসনগুলিকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার।

সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, প্রকাশ্য স্থানে পশু কোরবানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পাশাপাশি রাস্তাঘাট আটকে নামাজ পড়ারও অনুমতি থাকবে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সামাজিক মাধ্যমেও নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র নির্ধারিত স্থানেই নামাজ ও কোরবানির অনুমতি দেওয়া হবে। নিষিদ্ধ পশু কোরবানি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখারও নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

কানপুর দেহাতে উৎসবের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা বিভিন্ন ঈদগাহ পরিদর্শন করেছেন। শান্তি বজায় রাখা এবং নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলার জন্য সাধারণ মানুষের কাছেও আবেদন জানানো হয়েছে।

কানপুর দেহাতের পুলিশ সুপার শ্রদ্ধা নরেন্দ্র পান্ডে জানান, জেলার ১৬৭টি মসজিদ এবং ৩৬টি ঈদগাহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "জেলার সব বড় প্রার্থনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। কোথাও খোলা জায়গায় নামাজের অনুমতি নেই। ভিড় বেশি হলে নির্দিষ্ট বা বিকল্প স্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোরবানি এবং বর্জ্য নিষ্পত্তি সম্পর্কেও সকলকে অবহিত করা হয়েছে।"

পিলভিতে জেলা প্রশাসন শান্তি কমিটির বৈঠক করেছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করেছে।

জেলার জেলাশাসক জ্ঞানেন্দ্র সিং জানান, জনসাধারণকে খোলা জায়গায় নামাজ না পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নিষিদ্ধ পশু কোরবানি না করা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ যাতে নিরবচ্ছিন্ন থাকে, সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার সুকীর্তি মাধব জানান, বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে বৈঠক করে নিরাপত্তা ও সরকারি নির্দেশিকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এবং ফ্ল্যাগ মার্চের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ভাদোহি জেলাতেও শান্তি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার জেলাশাসক শৈলেশ কুমার বলেন, গঙ্গা দশেরা এবং বকরি ইদদুটি বড় উৎসবকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্তরে বৈঠক করে সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।অন্যদিকে বস্তি জেলায় ড্রোন নজরদারি, পুলিশি টহল এবং শান্তি কমিটির বৈঠকের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।উল্লেখ্য, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বকরি ইদের প্রস্তুতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন এবং গোটা রাজ্যের জন্য কোরবানি, নামাজ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক নির্দেশ জারি করেন।

নবম শ্রেণিতে হঠাৎ তিন ভাষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি অন্নামালাইয়ের

চেন্নাই, ২৬ মে (আইএএনএস) : নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক করার কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-র সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানালেন প্রাক্তন তামিলনাড়ু বিজেপি সভাপতি কে. আন্নামালাই। তাঁর অভিযোগ, হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ তৈরি হবে। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে অন্নামালাই জানান, সিবিএসই-র এই নতুন নির্দেশিকা তাদের আগের ঘোষণার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বিশেষ করে তামিলনাড়ুর অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ভাষা সংক্রান্ত বিষয়টি তামিলনাড়ুতে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্পর্শকাতর বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অন্নামালাই স্মরণ করিয়ে দেন, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে সিবিএসই ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে তিন ভাষার নীতি চালুর যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল, তখন তিনি সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

সেই নীতিতে বলা হয়েছিল, পড়ুয়াদের তিনটি ভাষা পড়তে হবে, যার মধ্যে অন্তত দুটি ভারতীয় ভাষা হতে হবে। তাঁর মতে, এর ফলে ছোটবেলা থেকেই ছাত্রছাত্রীরা ভারতের সমৃদ্ধ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

তবে তাঁর দাবি, এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই তিন ভাষার নীতি ২০২৯-৩০ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে।

কিন্তু অভিযোগ, গত ১৫ মে সিবিএসই নতুন একটি সার্কুলার জারি করে অধিভুক্ত স্কুলগুলিকে জানায়, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

অন্নামালাই বলেন, এই সিদ্ধান্ত বহু অভিভাবকের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল, কারণ ছাত্রছাত্রীরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার সময়ই নিজেদের পছন্দের ভাষা নির্বাচন করে ফেলেছিল।

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ১ জুলাই থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের তিনটি ভাষা পড়তে হবে, যার মধ্যে দুটি ভারতীয় ভাষা থাকা বাধ্যতামূলক। তিনি মনে করেন, খুব কম সময়ের মধ্যে পড়ুয়াদের উপর অতিরিক্ত ভাষা শিক্ষার চাপ সৃষ্টি করলে তা তাদের পড়াশোনার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের স্বার্থে সিবিএসই-র কাছে এই বিজ্ঞপ্তি পুনর্বিবেচনা এবং তা প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন অন্নামালাই।

রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার আগে অনুশীলনে ভাঁটা, বন্ধ ইনডোর হল ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছেন খেলোয়াড়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ মে: রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা ঘনিয়ে এলেও অনুশীলনের উপযুক্ত পরিবেশ পাচ্ছেন না ধর্মনগরের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রা। উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামোর লক্ষ্যে নির্মিত গৌরিশেখর রায় ইনডোর স্পোর্টস হল অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকায় চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে খেলোয়াড় মহলে।

মঙ্গলবার বিকেলে নিয়মিত প্র্যাকটিসের উদ্দেশ্যে একাধিক খেলোয়াড় ইনডোর হলে পৌঁছালেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও হলের দরজা না খোলায় হতাশ হয়ে ফিরতে হয় তাদের। খেলোয়াড়দের অভিযোগ, সামনে রাজ্যস্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলেও অনুশীলনের সুযোগ না পাওয়ায় প্রস্তুতিতে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে।

খেলোয়াড়দের দাবি, উদ্বোধনের পর প্রথমদিকে নিয়মিত ব্যাডমিন্টন সহ বিভিন্ন ইনডোর গেমসের চর্চা চললেও বর্তমানে অব্যবস্থার জেরে প্রায়ই হল বন্ধ থাকে। ফলে জেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের অনুশীলন কার্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

জানা গিয়েছে, ইনডোর হলের তিনটি চাবির মধ্যে একটি থাকে স্পোর্টস অফিসে এবং বাকি দুটি নর্থ ডিস্ট্রিক্ট ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের কাছে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় কোন চাবি কার কাছে রয়েছে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট সমন্বয় না থাকায় বারবার সমস্যায় পড়তে হচ্ছে খেলোয়াড়দের। বিশেষ করে অফিস বন্ধ থাকলে হল খোলার কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষোভ আরও বাড়ছে।

ক্রীড়াপ্রেমীদের মতে, জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ক্রীড়া পরিকাঠামো দীর্ঘদিন ধরে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত পরিচালনার অভাবে কার্যত অচল অবস্থায় পৌঁছেছে। দ্রুত স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে ইনডোর হল নিয়মিত খোলা রাখার দাবি জানিয়েছেন খেলোয়াড়রা।

দুর্গা চৌমুহনী সবজি বাজারে টানা তিন দিন বিদ্যুৎ বিভ্রাট, চরম দুর্ভোগে ব্যবসায়ীরা

আগরতলা, ২৬ মে : রাজধানীর ব্যস্ততম বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম দুর্গা চৌমুহনী সবজি বাজারে টানা তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। বাজারজুড়ে অন্ধকার পরিবেশের কারণে যেমন ব্যবসা মার খাচ্ছে, তেমনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন পচনশীল সবজি ও খাদ্যপণ্য। দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বাজারের ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ না থাকায় দৈনন্দিন ব্যবসা কার্যত ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে ওজন পরিমাপের ডিজিটাল যন্ত্রগুলিতে চার্জ দিতে না পারায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের। অনেকেই বাধ্য হয়ে বিকল্প উপায়ে ব্যবসা চালানোর চেষ্টা করছেন। একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি তাদের।

এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, বিদ্যুৎ না থাকায় বরফ সংরক্ষণ ও আলোর সমস্যার কারণে বহু সবজি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে প্রতিদিন আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দুর্গা চৌমুহনীর মতো গুরুত্বপূর্ণ বাজার এলাকায় দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এতে সাধারণ ক্রেতারাও সমস্যায় পড়ছেন। সন্ধ্যার পর পুরো বাজার এলাকা অন্ধকারে ডুবে যাওয়ায় নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

এদিকে ব্যবসায়ীরা দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এখন দেখার, বিদ্যুৎ দপ্তর কত দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব** অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনিয়ায় শুরু হচ্ছে শ্রীশ্রী রামঠাকুর সেবামন্দিরের ৭৬তম বাৎসরিক উৎসব ও ভক্ত মিলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ মে: আগামী ২৭ শে মে বুধবার থেকে ৩১ শে মে পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী বিলোনিয়া রামঠাকুর পাড়া শ্রী শ্রী রামঠাকুর সেবামন্দিরে ৭৬ তম বাৎসরিক উৎসব ও ভক্ত মিলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিবছরের মতো এই বছরও এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য শিবির থেকে শুরু করে ছোটদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার শ্রীশ্রী রামঠাকুর সেবামন্দিরে সাংবাদিকদের কাছে উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন সেবামন্দির উৎসব কমিটির সম্পাদক ডাঃ সুব্রত দাস,সাথে ছিলেন মন্দির কমিটির সম্পাদক স্বপন দাস কোষাধ্যক্ষ দীপক বৈদ্য,উৎসব কমিটির অফিস সেক্রেটারি সুবীর চক্রবর্তী সহ মন্দিরের দায়িত্বরত কর্মকর্তাগন।

এই উৎসব উপলক্ষে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেবামন্দির কমিটি এবং উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে। ২৭শে মে বুধবার বিকাল বেলা ঠাকুর প্রসঙ্গ বেদবানী পাঠ সন্ধ্যায় গঙ্গা আনায়নের মধ্যে দিয়ে উৎসবের শুরু, ৩১ মে মহাপ্রসাদ বিতরন ,পয়লা জুন ভোরে মঙ্গলারতি নগর কীর্তনান্তে উৎসবের সমাপন হবে। সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

‘সমাজবাদী পার্টির আমলে বিদ্যুতের তারে জামাকাপড় শুকোত মানুষ’, বিরোধীদের তোপ যোগীর

লখনউ, ২৬ মে (আইএএনএস) : উত্তরপ্রদেশে বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার কড়া জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি দাবি করেন, বিরোধীরা রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকটের একটি “ভুল বয়ান” তৈরি করার চেষ্টা করছে। একইসঙ্গে সমাজবাদী পার্টির শাসনকালের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির কড়া সমালোচনাও করেন তিনি।

মঙ্গলবার লখনউ পুরনিগমের ৪১৩ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, “বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে আঙুল তুলছে কারা? বিরোধীরা এই ধারণা তৈরি করতে চাইছে। সমাজবাদী পার্টির আমলে মানুষ বিদ্যুতের তারে জামাকাপড় শুকোত, কারণ সেখানে বিদ্যুৎ থাকত না। তখন এরা কী করছিল?”

তিনি অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী সমাজবাদী পার্টি সরকারের সময় জেলাভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহে বৈষম্য করা হত।

যোগীর কথায়, “এক সপ্তাহ কোনও জেলায় রাতে বিদ্যুৎ দেওয়া হত, পরের সপ্তাহে অন্য জেলায়। কখনও দিনে, কখনও রাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হত।” বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে অতীতের তুলনা টেনে তিনি বলেন, বর্তমান বিজেপি সরকার রাজ্যজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে কাজ করছে এবং প্রযুক্তিগত ত্রুটি দ্রুত মেরামতের চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, “আমরা নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করছি। কোথাও বিদ্যুৎকেন্দ্রে সমস্যা হলে বা জাতীয় স্তরে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দিলে, সেই সমস্যা সমাধানে বিভাগ কাজ করছে। আমি নিজেও বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেছি।” উল্লেখ্য, সম্প্রতি সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ তুলেছিলেন। এদিকে উত্তরপ্রদেশের শক্তিমন্ত্রী অরবিন্দ কুমার শর্মা সম্প্রতি দাবি করেছেন, রাজ্যে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সরবরাহের রেকর্ড গড়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিদ্যুৎ সমস্যা মোকাবিলা শুধু বিদ্যুৎ কর্পোরেশনের একার দায়িত্ব নয়, সাধারণ মানুষেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, “এই সংকট মোকাবিলার দায়িত্ব শুধু বিদ্যুৎ কর্পোরেশনের নয়। নাগরিকদেরও পাশে দাঁড়াতে হবে। পারস্পরিক দোষারোপে সমস্যার সমাধান হবে না।” এদিন সরকারি সম্পত্তি রক্ষার বিষয়েও মানুষকে সতর্ক করেন যোগী। তিনি অভিযোগ করেন, অনেক সময় সরকারি সম্পত্তি চুরি বা নষ্ট করার ঘটনা ঘটে। একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে, আড়াই কোটি টাকার একটি বিলাসবহুল গাড়ির মালিক প্রকাশ্য স্থান থেকে মাত্র ৪৫ টাকার একটি ফুলের টব চুরি করছেন। যোগী বলেন, “৪৫ টাকা দিয়ে নতুন টব কিনলে সম্মানও থাকত, শহরের সৌন্দর্যও বজায় থাকত। একসময় ভাবছিলাম, তাঁর ছবি শহরের মোড়ে টাঙিয়ে দিই!” এই মন্তব্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়।

ময়ূর বিহারে জুয়ার চক্র ভাঙল দিল্লি পুলিশ, গ্রেপ্তার ১৭

নয়াদিল্লি, ২৬ মে (আইএএনএস): অবৈধ জুয়ার বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানে পূর্ব দিল্লির ময়ূর বিহারের ইন্দিরা ক্যাম্প এলাকায় একটি জুয়ার চক্রের হদিস পেল দিল্লি পুলিশ। অভিযানে মোট ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানের সময় ডিজিটাল মাধ্যমে জুয়ার টাকা সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত একটি কিউআর কোড, দুটি জুয়ার রেজিস্টার, দুটি ডায়েরি, হাতে লেখা বাজির স্লিপ এবং ৮,৮৯১ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছে।

এই ঘটনায় দিল্লি পুলিশ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ময়ূর বিহার থানায় দিল্লি পাবলিক গ্যাম্বলিং আইনের ৩, ৪ এবং ৫ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুরো চক্র এবং আর্থিক লেনদেনের নেটওয়ার্ক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ জানায়, পূর্ব জেলা পুলিশের অবৈধ জুয়া ও বাজি রোধে চলা বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ পুলিশ দল ময়ূর বিহারের ঝুপড়ি ইন্দিরা ক্যাম্প এলাকায় হানা দেয়। সেখানে গাজিয়াবাদ-সংক্রান্ত বাজির নম্বর নিয়ে অবৈধ জুয়ার আসর বসেছিল বলে অভিযোগ।

তদন্তকারীদের দাবি, অভিযুক্তরা রেজিস্টার ও ডায়েরিতে জুয়ার হিসাব রাখছিল এবং কিউআর কোডের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছিল।

অভিযানটি পরিচালিত হয় এসিপি (অপারেশনস) পবন কুমারের তত্ত্বাবধানে এবং স্পেশাল স্টাফের ইনচার্জ ইনস্পেক্টর জিতেন্দ্র মালিকের নেতৃত্বে। দলে ছিলেন হেড কনস্টেবল হিমাংশু, নরেশ, কনস্টেবল রাজীব ও সানোজ।

পুলিশের দাবি, ২৩ মে গোপন সূত্রে প্রথম তথ্য আসে যে ইন্দিরা ক্যাম্প এলাকায় নিয়মিত জুয়ার আসর বসছে। এরপরই পরিকল্পনা করে অভিযান চালানো হয়।

হানার সময় অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করলেও পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে সকলকে আটক করে।

ধৃতদের অধিকাংশই পূর্ব দিল্লির ত্রিলোকপুরী ও আশপাশ এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে কেউ চালক, কেউ রংমিস্ত্রি, দিনমজুর, কাগজকুড়ানি, হকার, ইলেকট্রিকের কাজ কিংবা পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ করেন। অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন প্রবীণও রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ এখন এই চক্রের মূল পরিচালকদের খোঁজ করছে। ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আরও কেউ জড়িত কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মোবাইল কেড়ে নিলো অভিমানী

● প্রথম পাতার পর

তুলনায় মোবাইল ব্যবহারের প্রতিই তার আগ্রহ ছিল বেশি। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মোবাইল ব্যবহার কমানোর জন্য তাঁরা প্রায়ই তাকে বকাঝকা করতেন।

অভিযোগ, সেই অভিমান থেকেই শুক্রবার রাতে মৃত্তিকা ঘাস মারার বিষ পান করে। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রথমে জেলা হাসপাতালে এবং সেখান থেকে জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যু হয় ওই ছাত্রীর।

এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি সন্তানদের মানসিক অবস্থা, মোবাইল আসক্তি এবং পারিবারিক যোগাযোগের গুরুত্ব নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে সমাজের বিভিন্ন মহলে।

১১ দিন বিদ্যুৎহীন শান্তিনগর ক্ষোভে পথ অবরোধ জনতার

● প্রথম পাতার পর

এদিকে সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরের এসডিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, দপ্তরে পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিষয়টি একাধিকবার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখনও পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ করা হয়নি বলে দাবি তাঁর।

তাঁদের প্রশ্ন, আর কতদিন এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে? এখন কবে পরিস্থিতির উন্নতি হবে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন শান্তিনগর গারুবাড়ি এলাকার সাধারণ মানুষ।

রাজ্যে ফের দাম বাড়ল

● প্রথম পাতার পর

৫৭ টাকা ৪৫ পয়সা। গোমতী জেলায় ৫৩ টাকা ৫৭ পয়সা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৪ টাকা ২৮ পয়সা। এছাড়া বোধজংনগর আইজিতে গ্যাসের মূল্য ৪২ টাকা ৯০ পয়সা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ টাকা ৬৩ পয়সায়।

জ্বালানি সংস্থাগুলির তরফে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতাকে মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও, এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের মতে, লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ আরও বেড়ে যাবে।

বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, সিএনজি ও পিএনজি-র মূল্য বৃদ্ধি সরাসরি পরিবহণ ব্যয় বাড়াবে। পাশাপাশি হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং খাদ্য ব্যবসাতেও এর প্রভাব পড়বে, যার জেরে খাবারের দামও বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ।

১২ বছর পূর্তিতে অভিনন্দন

● প্রথম পাতার পর

অটল বিশ্বাসের প্রতিফলন। এছাড়াও ডাঃ সাহা ত্রিপুরার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ও সার্বিক উন্নয়ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে, তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুশাসন নিশ্চিত করা এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করা সম্পর্কে আলোচনা হয়। সাক্ষাতের পর মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে লেখেন, দেশের জন্য নিবেদিত ১২ বছরের অসাধারণ সেবা পূর্ণ করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছি। দেশের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সূচনা, স্বচ্ছ ভারত, আয়ুষ্মান ভারত ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মতো প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব আত্মনির্ভর ভারতকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

তিনি আরও লেখেন, তাঁর অটল প্রতিশ্রুতি ও দিকনির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞ। অন্য একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীকে পবিত্র মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির এবং তার নবনির্মিত পরিকাঠামোর একটি ফটো ফ্রেম উপহার হিসেবে প্রদান করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রসাদ প্রকল্পের আওতায় মন্দিরটির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্ত ও পর্যটকরা মাতার দর্শনের জন্য এখানে আসছেন, যা মন্দিরটির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে।

বোধিসত্ব হত্যা

● প্রথম পাতার পর

ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় স্থানান্তর করা হলেও কয়েকদিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন ট্রাফিক পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর সুকান্ত বিশ্বাস, স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুমিত চৌধুরী, সুমিত বণিক এবং ওমর শরীফ।

দীর্ঘ প্রায় চার বছর বিচার প্রক্রিয়া চলার পর ২০২৩ সালের জুন মাসে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা আদালত চার অভিযুক্তকেই দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানাও ধার্য করা হয়। মামলায় মোট ৫৬ জন সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিরা হাইকোর্টে আপিল করেন। সেই মামলার শুনানি শেষে মঙ্গলবার হাইকোর্ট সুমিত বণিক ও সুমিত চৌধুরীকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করে।

রায় ঘোষণার পর সিনিয়র আইনজীবী সুব্রত সরকার সংবাদমাধ্যমকে জানান, হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই ঘটনায় ‘কমন ইন্টেনশন’ বা অভিন্ন উদ্দেশ্যের যে ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা এই মামলার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রযোজ্য নয়। সেই কারণেই দুই আবেদনকারীকে খালাস দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, উচ্চ আদালতের এই রায়ের মাধ্যমে অভিযুক্তরা ন্যায়বিচার পেয়েছেন। এদিকে, এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত অপর অভিযুক্ত ওমর শরিফের পুনর্বিবেচনার আবেদন আগেই খারিজ করে দিয়েছিল হাইকোর্ট। অন্যদিকে সুকান্ত বিশ্বাস নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কোনও আবেদন জানাননি।

সরকারি ব্যাঙ্কগুলির

● প্রথম পাতার পর

দায়বদ্ধতা (সিএসআর) এবং নাবার্ডের পক্ষ থেকে গ্রামীণ উন্নয়নে ও রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে পিএনবি ও ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সিএমও (সিএমও)-কে ১টি করে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, ২০টি অ্যাম্বুলেন্সের আধুনিকীকরণ ও জীবনদায়ী যন্ত্রপাতি বসানোর জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সিএসআর তহবিল থেকে ৩৬.২৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ইউকো ব্যাংকের সিএসআর তহবিল থেকে ২৪.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সিএমও-র জন্য আরও ১টি অ্যাম্বুলেন্সের মঞ্জুরিপত্র দেওয়া হয়। গ্রামীণ যুবকদের প্লাস্টিক প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সিআইপিইটি -কে নাবার্ড -এর পক্ষ থেকে ১৫.০৬ লক্ষ টাকার অনুদান অনুমোদন করা হয়েছে।

তাছাড়া এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বোতাম টিপে, উনকোটি জেলার পেঁচারথলে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের একটি নতুন এটিএম এবং শান্তিবাজারে ইউনিয়ন ব্যাংকের একটি নতুন শাখার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করা হয়। একই সাথে স্টেট ব্যাংকের সিএসপি-রও ভার্চুয়াল সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে রাজ্যের সেরা পারফর্মিং বিডিও-দের কাজের জন্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা তথা উদ্বোধক কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক পরিষেবা বিভাগের সচিব এম. নাগরাজু বলেন, এই বিপুল পরিমাণ ঋণ বিতরণ ত্রিপুরার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং যুবসমাজকে স্বাবলম্বী করে তুলতে এবং রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া আমাদের দেশে চলমান বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারি জনকল্যাণমুখী স্কিম, বিমা, পেনশন এবং ক্রেডিট লোন ব্যবস্থার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্য সচিব জে কে সিনহা বলেন, আজকের কর্মসূচির মাধ্যমে ত্রিপুরায় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অধীনে কোটি কোটি টাকা ঋণ ও অনুদান হিসেবে বিভিন্ন ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। একই সাথে রাজ্যের সুদূর প্রান্তিক এলাকাগুলোতে ব্যাংকের নতুন শাখা, সিএসপি এবং এটিএম পরিষেবার উদ্বোধন করা হয়েছে। এই মেগা কর্মসূচির ফলে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ যেমন সরাসরি উপকৃত হবেন, তেমনই রাজ্যের ব্যাংকিং ও ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস ক্ষেত্রে এক যুগান্তরকামি এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন পারভীন গোয়েল, সিজিএম (এফআই), পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক।

এছাড়াও এদিন সকালে উদয়পুরের রাজর্ষি হলে অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাংকের ৪,৫৭৭ জন গ্রাহকের মধ্যে ১০৫.৪০ কোটি টাকার ঋণের মঞ্জুরিপত্র প্রদান করা হয়।

বিএসএফের গুলিতে যুবকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

কন্যা সন্তান রয়েছে। রুবেলের বাবা অভিযোগ করে জানান,সেদিন তাঁর ছেলে বাড়ি থেকে জিমে যাওয়ার কথা বলে বের হয়েছিল এবং নামাজ পড়ার কথাও জানিয়েছিল। এরপরই এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর আসে পরিবারের কাছে।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শচীমোহন দেববর্মা।তিনি মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দেন।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় গভীর শোক ও ক্ষোভের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

নানা অনুষ্ঠানে রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

প্রাসঙ্গিক। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদী ছিলেন তেমনি প্রেম, মানবতা, শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান এই ডিজিট্যাল যুগে কেউ যদি সাহিত্য থেকে দূরে সরে যায় তাহলে সে সাহিত্য ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে। সাহিত্য শুধু মানুষকে শিক্ষিত করে না, তা মানুষকে মানবিক করেও তোলে। ভারতের আত্মা তার সংস্কৃতির মধ্যেই রয়েছে। তাই ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা বিস্তার করতে হবে। রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তির সাথে সাথে সাহিত্য চর্চাকে আরও প্রসারিত করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্ত, সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক মহম্মদ সেলিম এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক রাজু দেব, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উপঅধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী শুভ্রজিৎ দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন সংস্থার শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

জিরানিয়া: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী মঙ্গলবার জিরানীয়া মহকুমায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে। জিরানীয়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় পুরাতন আগরতলা ব্লকের হলে আয়োজিত হয় এক বিশেষ কবি প্রণাম অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি কবি নজরুল ইসলামের জীবনদর্শন, মানবতাবাদ ও সাম্যের চেতনার উপর আলোকপাত করেন। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে নজরুল সংগীত ও নৃত্যচর্চায় আরও বেশি করে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “সুস্থ সংস্কৃতিই একটি সুস্থ ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।”

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক গৌতম দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মন্টি দেবনাথ, পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও রতন নমঃ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজেশ ভৌমিক।

অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা রাণী দাস। অনুষ্ঠানের সূচনায় অতিথিরা কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে মহকুমার শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কাঞ্চনপুর: সারা রাজ্যের সাথে কাঞ্চনপুর মহকুমায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ কাঞ্চনপুর টাউনহলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম.ডি.সি. শৈলেন্দ্র নাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চনপুর মহকুমার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দীপমালা নাথ, জ্যোৎস্না নাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবদুলাল নাথ, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক মিঠন দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে এম.ডি.সি. শৈলেন্দ্র নাথ কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনাদর্শ, সাহিত্যকর্ম ইত্যাদি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ সঙ্গীত, নৃত্য এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

সাব্রুম: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে আজ সাবুম নজরুল পার্কে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে, ভাইস চেয়ারপার্সন দীপক দাস, সাব্রুম মহকুমার মহকুমা শাসক সুমন রক্ষিত, বিশিষ্ট লেখক অশোকানন্দ রায়বর্ধন প্রমুখ। অতিথিগণ কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী ও আদর্শ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ কাজী নজরুল ইসলামের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ছৈলেংটা: রাজ্যের অন্যান্য মহকুমার পাশাপাশি লংতরাইভ্যালি মহকুমায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। ছৈলেংটা কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমাভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান দীপক চন্দ্র শর্মা, সদস্য রাজেশ রুদ্রপাল, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক সিদ্ধার্থ দেববর্মা প্রমুখ। অতিথিগণ কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

অমরপুর: যথাযোগ্য মর্যাদায় অমরপুর মহকুমায়ও আজ কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় অমরপুরের কাঁঠালবাগানস্থিত নজরুল পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের এস.আই.ও. দয়াল মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

মোহনপুর: মোহনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতি ও উত্তর মেঘ সাংস্কৃতিক সংস্থার সহযোগিতায় আজ বেরিমুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে মোহনপুর মহকুমাভিত্তিক নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিনহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য শীলা দাস সেন, খুসবু দেববর্মা, বিষ্ণুধন দাস, বামুটিয়া ব্লকের বিডিও অমিতাভ ভট্টাচার্য, গান্ধীগ্রাম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রূপণ রায়, বেরিমুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কমলা সুন্দরী দেববর্মা, বামুটিয়ার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব চাকমা, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অশোক দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পূর্ব বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিখিলেশ দত্ত। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় শিল্পীগণ নজরুল সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

শান্তিরবাজার: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং জোলাইবাড়ি ব্লকের উদ্যোগে আজ জোলাইবাড়ি ব্লকের কনফারেন্স হলে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ি বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান অশোক মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি শম্ভু মানিক, তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের আই.সি.ও. অনুপম পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা নজরুলগীতি, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 27-05-2026, 01:23

প্রাঙ্গন

রাজ্যভিত্তিক মোয়েথাই টুর্নামেন্ট সম্পন্ন দলগত চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জেলা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। এনএসআরসিসি-তে বক্সিং হলে 'মোয়েথাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা'-র উদ্যোগে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো 'ত্রিপুরা স্টেট মোয়েথাই চ্যাম্পিয়নশিপ - ২০২৬'। জমকালো এই রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি তথা ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপুরায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস সেলের প্রভারি কমল দে, ক্রীড়া পর্ষদের কোষাধ্যক্ষ তপন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। মোয়েথাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার অনুমোদিত আটটি জেলা থেকে বাছাইকৃত সর্বমোট ১৮৭ জন পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড় বিভিন্ন বয়স ও ওজনভিত্তিক ক্যাটাগরিতে এই মেগা ইভেন্টে অংশ নেন।সকাল থেকে শুরু করে রাত ন'টা পর্যন্ত চলা এই প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো। তীব্র লড়াই শেষে এবারের রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়নের খেতাব ছিনিয়ে নিয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা দল। অন্যদিকে রানার্স আপের ট্রফি ঝুলিতে পুরেছে ঊনকোটি জেলা। প্রতিযোগিতায় দলগতভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে ধলাই এবং সিপাহীজলা জেলা। সমগ্র টুর্নামেন্টটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃত ২৪ জন পুরুষ ও মহিলা রেফারি জাজ এবং ২২ জন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক। টুর্নামেন্ট শেষে বিজয়ী জেলা ও খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে এবারের চ্যাম্পিয়নশিপটি রাজ্যে মোয়েথাই খেলার প্রসারে এক বড় মাইলফলক হয়ে থাকবে বলে মনে করছেন ক্রীড়ামোদিরা।

বৃষ্টিতে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চারটি ম্যাচ পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। বৃষ্টিতে আজও ম্যাচ মাঝপথে থামিয়ে দিতে হয়েছে। টুর্নামেন্টের চার চারটি ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেটে এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। চার মাঠে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সকাল থেকে বিরাম যুক্ত বৃষ্টির কারণে চারটি ম্যাচ-ই পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হয়েছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে প্রায় দেড় ঘন্টা অপেক্ষার পর অনুকূল পরিস্থিতির সংকেত পেয়ে ম্যাচ রেফারির পরামর্শক্রমে জিবি প্লে সেন্টার ও আগরতলা কোচিং সেন্টারের ম্যাচ শুরু হলেও ২৫ ওভার পর তা বৃষ্টির কারণে থামিয়ে নিতে বাধ্য হয়। সকাল সাড়ে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জিবি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৫ ওভার ৪ বল খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে ৬০ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে ম্যাচ এগিয়ে নেওয়ার তেমন কোন অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। একইভাবে তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ও কর্নেল কোচিং সেন্টারের ম্যাচ, এমবিবি স্টেডিয়ামে এগিয়ে চলো সংঘ ও নিউ প্লে সেন্টারের ম্যাচ এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে বউ মৌচাক ক্লাব ও চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের ম্যাচটিও পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হয়।

উত্তরাখণ্ড গোল্ড কাপ ক্রিকেটের দল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে।। আগামী ২৮ শে মে থেকে দেরাদুনে শুরু হতে চলেছে ৪২তম সর্বভারতীয় উত্তরাখন্ড গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্ট চলবে আগামী ৭ জুন পর্যন্ত। বিগত দিনের মতো এবারও এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের রাজ্য দল। সেই লক্ষ্যে চূড়ান্ত রাজ্যদল ঘোষণা করলো রাজ্য ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা। ঘোষিত রাজ্য দলটিকে নেতৃত্ব দেবে রজত দে। দলের সহ অধিনায়ক হিসেবে রয়েছে শ্রীদাম পাল। বাকি ক্রিকেটাররা হলেন বিক্রম কুমার দাস, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, তন্ময় ঘোষ, সাহিল সুলতান, সপ্তজিৎ দাস, অরিন্দম বর্মন, সেন্টু সরকার, নিরুপম সেন, অজয় সরকার, অর্জুন দেবনাথ, বিক্রম দেবনাথ, রানা দত্ত, ভিকি সাহা, অমিত আলি, দীপ্তনু চক্রবর্তী, সন্দীপ সরকার ও স্বরূভ সাহিনী। রাজ্য দলের প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন দেবব্রত চৌধুরী।এছাড়া ট্রেনার অজিতাভ নাথ ও ফিজিও অতনু সিনহা।

বিশ্বকাপের আগে রোমাঞ্চিত হলান্ড

দীর্ঘ ২৬ বছরের এক দীর্ঘশ্বাস। যে খরা শুরু হয়েছিল ২০০০ সালের ইউরোর পর, তা অবশেষে কাটল। নরওয়ে যখন সবশেষ কোনো বড় টুর্নামেন্টে খেলেছিল, আর্লিং হলান্ডের জন্ম হতে তখনো ১৯ দিন বাকি! আর বিশ্বকাপে? সে তো আরও আগের গল্প১৯৯৮ সালের ফ্রান্স আসর। বেড়ে ওঠার পুরোটা সময় ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে নিজের দেশকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি ম্যানচেস্টার সিটির এই গোলমেশিনের। প্রতিবার বাধ্য হয়ে গলা ফাটিয়েছেন অন্য দেশের জন্য। অবশেষে ঘুচল সেই আক্ষেপ। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালিকে পেছনে ফেলে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে নরওয়ে। আর এই রূপকথার প্রধান নায়ক? বাছাইপর্বে গোলের বন্যা বইয়ে দেওয়া সেই আর্লিং হলান্ড।

অস্ট্রিয়া, জার্মানি কিংবা ইংল্যান্ডযেখানেই পা রেখেছেন, সোনা ফলিয়েছেন হলান্ড। সদ্য সমাপ্ত ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও জিতেছেন গোল্ডেন বুট। ট্রফি ক্যাবিনেটে উপচে পড়া ভিড়, অথচ তাঁর সিভিতে এত দিন একটা বড় শূন্যতা ছিলআন্তর্জাতিক কোনো বড় টুর্নামেন্টে না খেলা। এবার সেই আক্ষেপ মিটছে। বাছাইপর্বে যৌথভাবে রেকর্ড ১৬ গোল করা এই স্ট্রাইকারের কাছে নিজের রেকর্ডের চেয়ে দেশের প্রাপ্তিটাই প্রকাণ্ড।

হলান্ড বলছিলেন, 'বিষয়টা নিয়ে কথা বলা অস্বস্তিকর নয়, তবে এটা ছিল দীর্ঘ এক অপেক্ষা। দীর্ঘদিন ধরে আমরা চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হইনি। একটা সময় তো মনে হতো, আমরা যেন এ ব্যর্থতাতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম! আমি নিজেই কখনো নরওয়েকে বিশ্বকাপে খেলতে দেখিনি।'

ব্যক্তিগত অর্জনের চেয়ে দেশের শিশুদের জন্য তাঁর আনন্দটা বেশি। হলান্ডের ভাষায়, 'ছোটবেলায় বিশ্বকাপ দেখার সময় আমাকে অন্য দেশকে সমর্থন করতে হতো। এখন নরওয়ের শিশুরা সেই আক্ষেপে পুড়বে না। নিজের দেশকে বিশ্বকাপে দেখার আনন্দ ওরা পাবে, এটাই আমার সবচেয়ে বড় তৃপ্তি।'

ইতিহাসের এক অদ্ভুত চক্র পূরণ হতে যাচ্ছে এবার। উত্তর আমেরিকার এই বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে নরওয়ের তিনটি ম্যাচই যুক্তরাষ্ট্রে। ৩২ বছর আগে, ১৯৯৪ সালের যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপে খেলেছিলেন হলান্ডের বাবা আলফ-ইঙ্গস হলান্ড। সেবার জায়ান্টস স্টেডিয়ামে ইতালির বিপক্ষে মাঠে ছিলেন তিনি। সময়ের পরিক্রমায় সেই স্টেডিয়াম ভেঙে এখন গড়া হয়েছে নিউইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়াম। আর এখানেই নিজেদের ম্যাচে সেনেগালের মুখোমুখি হবে নরওয়ে।

বাবার স্মৃতিধন্য সেই আঙিনায় দাঁড়াতে রোমাঞ্চ ছুঁয়ে যাচ্ছে ছেলেকে। বাবার কাছ থেকে শোনা বিশ্বকাপের গল্প ভাগ করে নিলেন হলান্ড, 'বাবা বলতেন, বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো একেকটা ফাইনালের মতো। যেখানে সবাই দেশের জন্য নিজেকে উজাড় করে দেয়। এ কারণেই বিশ্বকাপে প্রায়ই ছোট দলগুলো বড়দের হারিয়ে দেয়।'

শুধু বাবা নন, মায়ের কাছ থেকেও শুনেছেন গ্যালারির সেই স্নায়ুচাপের গল্প। হলান্ড মনে করেন, ফুটবল এভাবেই মানুষকে, একটা পুরো দেশকে এক সুতায় বেঁধে ফেলে। ২৮ বছর পর যখন বিশ্বকাপে ইরাকের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবে নরওয়ে, কেমন হবে সেই অনুভূতি? হলান্ড যেন এখনই সেই রোমাঞ্চের সাগরে ভাসছেন। মুচকি হেসে বললেন, 'স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো একটা অনুভূতি হবে। যেহেতু এই অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনো হয়নি, তাই অনুভূতিটা হবে একদম অন্য রকম, ভীষণ আকর্ষণীয় আর বিস্ময়কর। আমি এখন শুধু সেই মুহূর্তটার দিকেই তাকিয়ে আছি।'

বিশ্ব ফুটবলে নরওয়ে এক পরাশক্তি হয়ে ফিরবে কি না, তা সময়ই বলবে। তবে হলান্ডের হাত ধরে নরওয়ের এই পুনরুত্থান ফুটবল রোমান্টিকদের মনে দোলা দিতে বাধ্য। নরওয়ের নতুন প্রজন্মকে আর যা-ই হোক, অন্তত টিভির সামনে বসে অন্য দেশের পতাকা গায়ে জড়াতে হবে না।

ফরাসি ওপেনকে বিদায় ওয়ারিঙ্কার

ফরাসি ওপেনকে বিদায় জানালেন স্ট্যান ওয়ারিঙ্কা। সোমবার প্রথম রাউন্ডেই হেরে গিয়েছেন জেসপার দে ইয়ংয়ের কাছে। অনায়াসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে গিয়েছেন চার বারের চ্যাম্পিয়ন ইগা শিয়নটেক। এ দিকে, প্যারিসের প্রবল গরমে চিন্তায় পড়েছেন খেলোয়াড় থেকে সমর্থকেরা।৪১ বছরের ওয়ারিঙ্কা এ দিন জেসপারের কাছে হারেন ৩-৬, ৬-৩, ৩-৬, ৪-৬ গেমে। ২১ বছর আগে প্রথম বার ফরাসি ওপেনে নেমেছিলেন ওয়ারিঙ্কা। ২০১৫ সালে এই ট্রফি জিতেছিলেন। দু'বছর পর রানার্স হয়েছিলেন। বিদায়ের পর এ দিন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি। জেসপার জেতার পর সমর্থকদের অনুরোধ করেন ওয়ারিঙ্কাকে অভিবাদন জানাতে। দর্শকেরাও উঠে দাঁড়িয়ে সুইৎজারল্যান্ডের খেলোয়াড়কে সম্মান জানান। ওয়ারিঙ্কা বলেন, "খুব দুঃখ লাগছে সবাইকে বিদায় জানাতে। রোলাঁ গারোজে খেলার জন্যই টেনিস খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলাম।"এ দিকে, শিয়নটেক ৬-১, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন বিশ্বের ১৩৬ নম্বর এমার্সন জোন্সকে। প্রথম সেটের পর শিয়নটেকের আঙুলে ফোসকা পড়েছিল। তিনি আঙুলে টেপ দিয়ে নেমেছিলেন দ্বিতীয় সেটে। তবে খুব একটা সমস্যায় পড়তে হয়নি। চলতি মরসুমে সুরকির কোর্টে একটিও ট্রফি জেতেননি তিনি। তবে প্যারিসে পঞ্চম বার ট্রফি তুলতে তিনি মরিয়া।ছেলেদের বিভাগে আগ্রহ তৈরি হয়েছে স্পেনের খেলোয়াড় রাফায়েল জোদারকে নিয়ে। তাঁকে রাফায়েল নাদাল এবং কার্লোস আলকারাজের যোগ্য উত্তরসূরি বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথম রাউন্ডে তিনি ৬-১, ৬-০, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন আলেকসান্দার কোভাসেভিচকে।মেয়েদের বিভাগে দ্বিতীয় বাছাই এলিনা রিবাকিনা ৬-২, ৬-২ হারিয়েছেন ভেরোনিকা এরজাভেচকে।

বিশ্বকাপের বলে চিপ বসানো! প্রতি ম্যাচের আগে দিতে হবে চার্জও, আর কী বিশেষত্ব?

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অফিসিয়াল বল 'ট্রাইওন্ডা' তৈরি করেছে অ্যাডিডাস। তিন আয়োজক দেশকে সম্মান জানিয়ে তৈরি এই ৪-প্যানেলের বলে রয়েছে ডিপ-সিম প্রযুক্তি ও ৫০০ হার্ৎজ মোশন সেন্সর। ভিএআর সিদ্ধান্তকে আরও নির্ভুল করতে এই বলেরও ভূমিকা থাকবে। দ্রুত সিদ্ধান্তে সহায়তার পাশাপাশি বাতাসে বলের স্থিতিশীলতাও বাড়াবে 'ট্রাইওন্ডা'। ফিফা ও অ্যাডিডাসের দাবি, দীর্ঘ গবেষণা ও পরীক্ষার পরই এই প্রযুক্তি আনা হয়েছে।

বিশ্বকাপ হবে তিনটি দেশে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে। সেই কারণেই নতুন বলের নাম রাখা হয়েছে 'ট্রাইওন্ডা'। নামের অর্থ 'তিনটি ঢেউ'। যা তিন দেশের যৌথ আয়োজনকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে। বলটির ডিজাইনেও এই তিন দেশের প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। এতে ব্যবহার করা হয়েছে তিনটি আলাদা রং - নীল, লাল এবং সবুজ। এগুলো যথাক্রমে আমেরিকা, কানাডা এবং মেক্সিকোর প্রতীক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রথমবার ব্যবহার হতে চলেছে এমন বল, যা খেলার সঙ্গে উন্নত ট্র্যাকিং ডিভাইস হিসাবেও কাজ করবে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে বলের ভেতরের প্রযুক্তিতে। এতে একটি অত্যাধুনিক মোশন সেন্সর চিপ বসানো হয়েছে, যা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫০০ বার ডেটা সংগ্রহ করতে পারে। ফলে বল কখন, কোথায়, কী গতিতে যাচ্ছে বা কোন খেলোয়াড় সেটিকে স্পর্শ করছে, সব তথ্যই সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে। প্রশ্ন হল, চিপ কিংবা সেন্সর বসানোয় কি বলের ওজনে পরিবর্তন আসবে? উত্তর হল, 'না'। সেন্সরটির ওজন মাত্র ১৪ গ্রাম। আগেও ফুটবলে প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে, তবে এবার তাকে আরও উন্নত করা হয়েছে। এমনভাবে সেন্সরটি বসানো হয়েছে যাতে বলের স্বাভাবিক ওজন, গতি বা বাউন্সে কোনও পরিবর্তন না আসে। অর্থাৎ ফুটবলাররা বল ব্যবহার করার সময় আলাদা কোনও পার্থক্য অনুভব করবেন না।

নতুন এই বলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পাওয়ার সিস্টেম। বলের ভেতরের সেন্সর চালু রাখতে ম্যাচ শুরুর আগে এটিকে চার্জ করতে হবে। একবার সম্পূর্ণ চার্জ হলে তা থাকবে ছ'ঘণ্টা পর্যন্ত। যা ম্যাচের আগের প্রস্তুতির সময়-সহ একটি গোটা ম্যাচ অনায়াসে খেলা যায়। ফুটবল ৯০ মিনিটের খেলা। অতিরিক্ত সময় বা পেনাল্টি শুট আউটে ম্যাচ গড়ালেও কোনও অসুবিধা হবে না।

অন্যান্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জামকে যেভাবে পরীক্ষা ও প্রস্তুত করা হয়, ট্রাইওন্ডা বলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। এ কারণে ম্যাচ পরিচালকদের দায়িত্বও কিছুটা বাড়বে। তাদের শুধু বল ঠিক আছে কি না তা নয়, বরং সেটি যথাযথভাবে চার্জ করা হয়েছে কি না, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। তবে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাবে না যে বলের ভেতরে এমন কোনও প্রযুক্তি রয়েছে।

এই প্রযুক্তি ভিএআর (ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি) ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্টেডিয়ামের ক্যামেরা এবং বলের ভেতরের সেন্সর একসঙ্গে কাজ করে প্রতিটি ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ দিতে পারবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, আসন্ন বিশ্বকাপ আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর হতে চলেছে। 'ট্রাইওন্ডা' শুধু একটি বল নয়, বরং এটি হবে খেলার প্রতিটি মুহূর্তকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করার একটি স্মার্ট প্রযুক্তি।

প্রথমবার ৪৮টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্বকাপ। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোর মোট ১৬টি শহরে আয়োজিত হবে এই মেগা টুর্নামেন্ট। আয়তন, প্রযুক্তি এবং আয়োজনের দিক থেকে এই বিশ্বকাপকে ইতিমধ্যেই ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম আসর হিসাবে দেখা হচ্ছে। তবে বিশ্বকাপ শুরুর ১৮ দিন আগে চর্চায় 'ট্রাইওন্ডা'।

সোমবার মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ফিলাডেলফিয়ার বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির ৬—৪ গোলে জয়ের ম্যাচে অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়েন লিওনেল মেসি। ম্যাচের ৭৩ মিনিটে মেসির এভাবে মাঠ ছেড়ে যাওয়া ভয় ধরিয়ে দেয় আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মনে।

তবে আতঙ্কিত ভক্ত—সমর্থকদের স্বস্তির খবর দিয়েছে মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামি। ক্লাবটি সোমবার মেডিক্যাল পরীক্ষা শেষে জানায়, বাম হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশিতে অতিরিক্ত চাপ ও ক্লান্তির কারণেই এই সমস্যা হয়েছে। তাঁর মাঠে ফেরার সময় নির্ভর করবে শারীরিক অবস্থার উন্নতির ওপর।

এদিকে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসও জানিয়েছে, মেসির শারীরিক অস্বস্তির পেছনে কোনো গুরুতর চোট নেই। আর্জেন্টাইন ফুটবল দলের কোচিং স্টাফরা আশা করছেন, মেসি আগামী ১ জুন সোমবার যুক্তরাষ্ট্রে দলের অনুশীলনে যোগ দেবেন। গতকাল মায়ামির এনইউ স্টেডিয়ামে ৭০ মিনিটের দিকে ফ্রি—কিক নেওয়ার পর মেসিকে বাঁ ঊরুর ওপরের অংশে হাত দিতে দেখা যায়। এরপর তিনি নিজেই বদলির আবেদন করেন। তাঁর বদলে মাঠে নামেন মাতেও সিলভেত্তি। তবে মাঠ ছাড়ার সময় কিংবা ড্রেসিংরুমে যাওয়ার পথে মেসির অতিরিক্ত কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয়নি।

সোমবার এক বিবৃতিতে মায়ামি জানায়, 'মেডিক্যাল পরীক্ষার পর প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে মেসির বাম হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশিতে অতিরিক্ত চাপ ও ক্লান্তিজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাঁর মাঠে ফেরার সময় নির্ভর করবে শারীরিক ও ক্লিনিক্যাল অবস্থার উন্নতির ওপর।'

মেসি মাঠ ছাড়ার সময় ম্যাচটি ৪-৪ সমতায় ছিল। তবে তার বিদায়ের পর মায়ামি আরও দুই গোল করে ম্যাচটি জিতে নেয়। এই জয়ের ফলে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সে দ্বিতীয় স্থানে থেকে দীর্ঘ বিরতিতে গেল মায়ামি।

ম্যাচ শেষে মেসির চোট নিয়ে মায়ামি কোচ গিলের্মো হয়োস বলেন, 'এ মুহূর্তে এ বিষয়ে আমাদের হাতে কোনো মেডিক্যাল রিপোর্ট নেই। তবে শিগগিরই সেটা পাওয়া যাবে। যতটুকু জানি, ও খুব ক্লান্ত ছিল। এটা মূলত ক্লান্তিজনিত ব্যাপার। মাঠও বেশ ভারী ছিল। আর এমন পরিস্থিতিতে সন্দেহ থাকলে সাধারণত ঝুঁকি নেওয়া হয় না।'

এখনো বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেনি আর্জেন্টিনা। তবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের হয়ে মেসির খেলা প্রায় নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। আগামী ১৬ জুন 'জে' গ্রুপে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। এবার বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন। আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা।

রদ্রিগেজ—দিয়াজদের নিয়েই কলম্বিয়ার বিশ্বকাপ দল

অসুস্থতা নিয়ে হতাশাজনক এক মৌসুম কাটানোর পরও কলম্বিয়ার বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন অভিজ্ঞ হামেস রদ্রিগেজ। সাবেক এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা চলতি মৌসুমে মিনোসোটা ইউনাইটেডের হয়ে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) প্রথম ১৫ ম্যাচের মধ্যে শুরুর একাদশে খেলেছেন মাত্র ২টিতে। সব মিলিয়ে মাঠে ছিলেন ১৯৪ মিনিট। এরপরও তাঁর অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন কোচ নেস্তর লরেনৎজো।গত মার্চে ফ্রান্সের কাছে কলম্বিয়ার ৩-১ গোলে হারের ম্যাচে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলে রদ্রিগেজকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। মারাত্মক পানিশূন্যতায় ভোগায় তাঁকে তিন দিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হয়েছিল।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও যুক্তরাষ্ট্রের কিছু গণমাধ্যমে তখন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে, তিনি হয়তো র‍্যাবডোমায়োলাইসিস রোগে ভুগছেন। এটি পেশি ক্ষয়জনিত রোগ, যা প্রাণঘাতীও হতে পারে। তবে তাঁর ক্লাব জোর দিয়ে সেই দাবি নাকচ করে। ২০১৪ বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জেতা রদ্রিগেজ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মিনোসোটা ইউনাইটেডে যোগ দেন।৩৪ বছর বয়সী রদ্রিগেজের সঙ্গে কলম্বিয়ার দলে আছেন বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দুর্দান্ত মৌসুম কাটানো লুইস দিয়াজ। জার্মান ক্লাবটির হয়ে ঘরোয়া ডাবল জেতার পথে ৫১ ম্যাচে ২৬ গোল ও ২৩টি অ্যাসিস্ট করেছেন দিয়াজ। অন্যদের মধ্যে কলম্বিয়ার বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেসের দানিয়েল মুনিওস ও জেফারসন লারমা। আছেন আর্সেনালের সাবেক গোলরক্ষক ডেভিড অসপিনাও।২০২২ বিশ্বকাপে বাছাইপর্ব পেরোতে না পারায় দর্শক হয়ে থাকতে হয়েছিল কলম্বিয়াকে। তবে এবার কনমেবল অঞ্চলের বাছাইপর্বে সরাসরি তৃতীয় হয়ে বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে দলটি।কলম্বিয়া আগামী ১৮ জুন উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে। ২৪ জুন দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ডিআর কঙ্গো। আর ২৮ জুন গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে কলম্বিয়ার প্রতিপক্ষ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল। আগামী ১১ জুন শুরু হওয়া বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ হবে ১৯ জুলাই।

বুকমেকারদের হিসাবেই পিছিয়ে ব্রাজিল

ব্রাজিলে ব্যবসা করা মূল বুকমেকার প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাবে, বিশ্বকাপ জয়ের দৌড়ে চতুর্থ ফেবারিট কার্লো আনচেলত্তির দল।

দেশটির ঘরোয়া বাজারের শীর্ষস্থানীয় সাতটি বুকমেকার প্রতিষ্ঠানের (স্পোর্টিংবেট, বেট৩৬৫, বেতানো, নোভিবেট, কেটিও, সুপারবেট এবং বেটএমজিএম) মূল্যতালিকা বিশ্লেষণ করেছে 'ব্লগ দো রাফায়েল রেইস'। সব কটি প্রতিষ্ঠানের চোখেই শিরোপা জয়ের সম্ভাবনায় ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যান্ডের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

অধিকাংশ বুকমেকার প্রতিষ্ঠানের হিসাবে ফেবারিটের তালিকায় চতুর্থ স্থানটি বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার সঙ্গে ভাগাভাগি করছে ব্রাজিল। অর্থাৎ, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জয়ে ফেবারিটের তালিকায় যৌথভাবে চতুর্থ। শুধু দুটি প্রতিষ্ঠান মনে করে, এবার আর্জেন্টিনার চেয়ে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ জয়ের সম্ভাবনা বেশি।

ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'ইউওএল' জানিয়েছে, বুকমেকার প্রতিষ্ঠানগুলোয় বিশ্বকাপে ব্রাজিলের ষষ্ঠ শিরোপা জয়ের সম্ভাবনার অনুপাত বা 'অডস' ধরা হয়েছে ৯: ১। এর অর্থ, এবার বিশ্বকাপে ব্রাজিল ২৪ বছরের শিরোপাখরা কাটাতে পারলে প্রতি ১ ব্রাজিলিয়ান রিয়াল বাজি ধরার বিপরীতে মিলবে ৯ ব্রাজিলিয়ান রিয়াল।

স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের 'অডস' বা অনুপাত ৫.৫:১। ব্রাজিলের সাতটি বড় বুকমেকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছয়টি স্পেনকে বিশ্বকাপ জয়ে ১ নম্বর ফেবারিট হিসেবে বিবেচনা করছে। কেবল 'স্পোর্টিংবেট' ব্যতিক্রম। তাদের হিসাবে, এবার বিশ্বকাপে ১ নম্বর ফেবারিট ফ্রান্স।

বুকমেকার প্রতিষ্ঠানগুলোর এই মূল্যায়নের সঙ্গে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের কিছুটা অমিল রয়েছে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন বিশ্বের সেরা দল ফ্রান্স (১৮৭৭.৩২ পয়েন্ট)। দ্বিতীয় স্পেন তাদের ঘাড়েই নিশ্বাস ফেলছে (১৮৭৬.৪০) এবং আর্জেন্টিনা তৃতীয় (১৮৭৪.৮১)। ব্রাজিল ১৭৬১.১৬ পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে ছয়ে। তালিকায় ৪ ও ৫ নম্বরে থাকা ইংল্যান্ড (১৮২৫.৯৭) ও পর্তুগালের (১৭৬৩.৮৩) চেয়েও পিছিয়ে ব্রাজিল।

বিশ্বকাপের চূড়ান্ত স্কোয়াড আগেই ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি। আগামী বুধবার থেকে বিশ্বকাপের অনুশীলন করবে ব্রাজিল। তবে ইউরোপে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল এবং দক্ষিণ আমেরিকায় কোপা লিবার্তোদোরেসে গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডের ম্যাচ থাকায় খেলোয়াড়েরা এখনই অনুশীলনে যোগ দিচ্ছেন না। বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি হিসেবে দুটি প্রীতি ম্যাচও খেলবে ব্রাজিল।

মারাকানা স্টেডিয়ামে আগামী রোববার রাতে পানামার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে এটাই হবে ব্রাজিলের শেষ ম্যাচ। এরপর ৬ মার্চ ক্লিভল্যান্ডে মিসরের বিপক্ষে দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচ খেলবে আনচেলত্তির দল।

যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। 'সি' গ্রুপ থেকে ১৩ জুন মরক্কোর মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আনচেলত্তির দল। গ্রুপে ব্রাজিলের অন্য দুই প্রতিপক্ষ হাইতি ও স্কটল্যান্ড। গ্রুপ পর্বে ব্রাজিলের তিনটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে।

'সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে', নেতৃত্ব যাচ্ছে হার্দিকের? মুম্বইয়ের ব্যাটিং কোচের কথায় জল্পনা

আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি তারা। চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে যৌথভাবে পাঁচখানা ট্রফির মালিক মুম্বই। প্রায় অর্ধেক ভারতীয় টিম খেলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স জার্সিতে। হার্দিক পাণ্ডিয়া, রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, জশপ্রীত বুমরাহ, তিলক বর্মা — কে নেই টিমে? কিন্তু তা সত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরে যেন 'গ্রহণ' লেগেছে মুম্বইয়ে। শিরোপা দূরস্থান। সম্মানজনক ক্রিকেটটাই তারা খেলতে পারছে না! তার উপর হার্দিককে নিয়ে তৈরি হয়েছে অসন্তোষ। এমনকী মুম্বইয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে ব্যাটিং কোচ কায়রন পোলার্ডের কথায়।

এবারের আইপিএলে নবম স্থানে শেষ করেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এমন হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর হার্দিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্ব অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় পড়ছে। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করেছিল মুম্বই। সেই সময় দেশজুড়ে ক্রিকেট-জনতার রোষে পড়তে হয় অলরাউন্ডারকে। কালের নিয়মে সেই উষ্মা ঝিমিয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, মুম্বইয়ের মতো সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি বিচারে হার্দিক যোগ্য অধিনায়ক তো?

রোববারের ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে হেরে এবারের আইপিএল অভিযান শেষ হয়েছে মুম্বইয়ের। এরপর পোলার্ড বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে ও যেমনটা চেয়েছিল, তেমনটা হয়নি। এমনকী সাপোর্ট স্টাফরাও ওকে নিয়ে যেমন ভেবেছিল, তা হয়নি। দলের ভালো ফলের জন্য আমরা সবরকম চেষ্টা করেছি। এই ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যা যা সুযোগ-সুবিধা দরকার, সব ও পেয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে দোষারোপ করছি না। কারও দিকে আঙুল তোলাও হচ্ছে না। তবে সাফল্য না এলে এগুলো পর্যালোচনা করে দেখতেই হবে।" প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি বড়সড় পরিবর্তনের পথে হাঁটছে মুম্বই ম্যানেজমেন্ট। পোলার্ডের কথায়, "প্রশ্ন তো উঠবেই। তা স্বাভাবিক। আমার মনেও কিছু প্রশ্ন আছে। অধিনায়ক হিসাবে চেষ্টা করেছে ও। আমরা সকলেই চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও কিছুই আমাদের পক্ষে আসেনি। বসে কথা বলে দেখতে হবে আমাদের। দলের জন্য যেটা সবচেয়ে ভালো, সেই জিনিসগুলোকে বেছে নিতে হবে। কখন কী ঘটবে, সেটা তো আর বলা যায় না। এই সময় আমরা যেন নিজেদের ভুল শুধরে নিই। এখনও হাতে ১২ মাস সময় রয়েছে। দুর্বলতাগুলো ঠিক করে আরও শক্তিশালী হয়ে আমাদের ফিরে আসতে হবে।"

উল্লেখ্য, হিটম্যানের কাছ থেকে নেতৃত্ব পরিবর্তনের পর থেকে পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা আগের ছন্দে ফিরতে পারেনি। ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগেছেন হার্দিক। ২০২৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে মুম্বই ১৪ ম্যাচ জয় পেয়েছিল চার ম্যাচে। জয়ের শতাংশ ২৮.৫ শতাংশ। ২০২৫ সালে ১৬ ম্যাচে ৯টি জয় পেলেও ফাইনালে উঠতে পারেনি মুম্বই। এবারের আইপিএলেও হতাশা পিছু ছাড়েনি। ১০ ম্যাচে মুম্বইকে নেতৃত্ব দিলেও জয় পেয়েছেন মাত্র ২ ম্যাচ। সব মিলিয়ে তাঁর নেতৃত্ব আতশ কাচের নিচে।

উত্তর জেলায় পুলিশে বড়সড় রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ মে : প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে উত্তর জেলার বিভিন্ন থানায় বড়সড় রদবদল করল জেলা পুলিশ প্রশাসন। ধর্মনগরে উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় একাধিক পুলিশ আধিকারিক, এএসআই, কনস্টেবল ও মহিলা কনস্টেবলকে জেলার বিভিন্ন থানায় নতুন দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে।

এই বদলি নির্দেশে মোট ১৭ জন পুলিশ কর্মীকে জেলার বিভিন্ন থানায় স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, থানাগুলিতে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও মজবুত করতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

রদবদলের তালিকায় রয়েছেন ইন্সপেক্টর রেমুলাস সাংমা। তাঁকে কদমতলা থানার দায়িত্ব থেকে পানিসাগর থানায় বদলি করা হয়েছে। এসআই মনোজ কুমার পালকে ধর্মনগর থানা থেকে কদমতলা থানায় পাঠানো হয়েছে। একইভাবে এসআই রাজেশ দাসকে কাঞ্চনপুর থানা থেকে ধর্মনগর থানায় এবং এসআই অনিমেষ গোপকে পানিসাগর থানা থেকে কাঞ্চনপুর থানায় স্থানান্তর করা হয়েছে।

এছাড়াও আই/সি এএসআই নিকুঞ্জ দেবনাথকে ধর্মনগর থানা থেকে ভাঙ্গমুন থানায় এবং আই/সি এএসআই কল্যাণ চন্দ্র নাথকে ভাঙ্গমুন থানা থেকে ধর্মনগর থানায় বদলি করা হয়েছে। বদলির তালিকায় আরও রয়েছেন এএসআই নিরঞ্জন মালাকার, কনস্টেবল দীপঙ্কর চাকমা, মোঃ আব্দুল কাদির, বীর কুমার চাকমা, মোঃ জাকির উদ্দিন, মোঃ হুসেন আলি, নিবাস দাস সহ একাধিক পুলিশ কর্মী।

পাশাপাশি মহিলা কনস্টেবল সেবিকা চাকমা, চিন্ময়ী সরকার, সবিতা দে ও লাভলী শীলকেও জেলার বিভিন্ন থানায় নতুনভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

উত্তর জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই এক নির্দেশিকা জারি করে সংশ্লিষ্ট থানার ইউনিট ইনচার্জদের অবিলম্বে বদলিকৃত কর্মীদের রিলিজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জেলা পুলিশের এই প্রশাসনিক রদবদলকে ঘিরে ইতিমধ্যেই পুলিশ মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জে রেস্টুরেন্ট থেকে ২ লক্ষ টাকা চুরি, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৬ মে : বিশ্রামগঞ্জের বড়জলা জোড়পুকুর এলাকায় একটি রেস্টুরেন্ট থেকে নগদ ২ লক্ষ টাকা চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় ব্যবসায়ী বিপ্লব শর্মার রেস্টুরেন্টে।

রেস্টুরেন্ট মালিকের অভিযোগ, তিনি সম্প্রতি ব্যাংক থেকে ২ লক্ষ টাকা তুলে এনে রেস্টুরেন্টের ক্যাশ বাক্সে রেখেছিলেন। ওই টাকা অন্য একজনকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল বলে জানান তিনি।

তাঁর দাবি, ঘটনার সময় ক্যাশ বাক্সের সামনে শ্যামল দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি বসে ছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে ওই রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন বলেও জানান রেস্টুরেন্ট মালিক। ঘটনার পর থেকেই তাঁকে সন্দেহ করছেন বিপ্লব শর্মা।

এই ঘটনায় বিশ্রামগঞ্জ থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। দিনদুপুরে রেস্টুরেন্ট থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ চুরির ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন রাস্তা, কুশারঘাটে পথ অবরোধে যানচালক ও স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ মে:সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে কুশারঘাট এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। ফলে বাইখোড়া থেকে মুহুরীপুর যাতায়াতকারী যানচালক, স্থানীয় বাসিন্দা ও স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় মঙ্গলবার সকালে ক্ষুব্ধ যানচালক ও স্থানীয় লোকজন পথ অবরোধে বসেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তায় জল জমে থাকায় প্রতিদিন যানবাহন চলাচলে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। অনেক গাড়ি মাঝপথে বিকল হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে বাইখোড়া-মুহুরীপুর সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী যানচালকদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। পাশাপাশি কুশারঘাট বিদ্যালয়ে যাতায়াতকারী ছাত্রছাত্রীদেরও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে বারবার বিষয়টি জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এরেই প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল থেকে বাইখোড়া-মুহুরীপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা ও যানচালকেরা। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ডি সি এম পবিত্র দাস। তিনি পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যার কোনও সমাধান করতে পারেননি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, দ্রুত জল নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পাইপ বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত রাস্তায় জমে থাকা জল সরাতে অস্থায়ীভাবে পাম্প মেশিন ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে।

গোর্খাবস্তিতে পালিত অল ফোর্সেস এক্স-সার্ভিসমেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে : গোর্খাবস্তি পেনশনভোগী আবাস 'আশ্রয়'-এ মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল অল ফোর্সেস এক্স-সার্ভিসমেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দিবস। দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এদিন সেখানে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের কল্যাণে ভবিষ্যতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন উপস্থিত বক্তারা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাধাকান্ত নাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রাক্তন সেনাকর্মীরা। বক্তারা অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের সমাজের প্রতি অবদানের কথা তুলে ধরে তাঁদের কল্যাণে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন সেনাকর্মীদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

ঝড়-বৃষ্টিতে গাছ ভেঙে বন্ধ অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক, দ্রুত তৎপরতায় স্বাভাবিক যান চলাচল

আগরতলা, ২৬ মে: প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির জেরে রানীরবাজার গুরামারা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশাল আকৃতির গাছ ভেঙে পড়ে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে সম্পূর্ণভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং ভোরবেলা যাত্রী ও যানবাহন চালকদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জিরানিয়া সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের ২৪অ৭ কন্টোল রুমে ফোন করে বিষয়টি জানানো হয়। সেই সময় কন্টোল রুমে দায়িত্বে ছিলেন স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ও সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা। জানা যায়, সকাল প্রায় ৫টা নাগাদ খবর পাওয়ার পরই এসডিএম অফিস থেকে দ্রুত ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন স্বেচ্ছাসেবকরা। স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের সাব-ডিভিশন সেক্রেটারির নেতৃত্বে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় গাছটি কেটে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলা হয় এবং পুনরায় যান চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়।

বাড়িতে ঢুকছে বৃষ্টির জল, নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে পথ অবরোধ কমলপুরে

আগরতলা, ২৬ মে: টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কমলপুর শিববাড়ি পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ অংশ। নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার কারণে জমে থাকা বৃষ্টির জল এবার বাড়িঘরে ঢুকতে শুরু করেছে। ফলে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। এই অসহনীয় পরিস্থিতির প্রতিবাদ জানিয়ে আজ পথ অবরোধে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিন সকাল থেকে কমলপুর-আমবাসা সড়কের দুরাইছড়া স্কুলের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। অবরোধের ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় এবং রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকায় জল জমে যায়। দীর্ঘদিন ধরে সঠিক নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে সেই জল বের হতে না পেরে বাড়িঘরে প্রবেশ করছে। ফলে ঘরের আসবাবপত্র, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে শিশু ও বয়স্কদেরও। বহুবার প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টি জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান করা হয়নি বলেও অভিযোগ তুলেছেন তারা। বিক্ষোভকারীরা দাবি জানান, অবিলম্বে এলাকায় স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে এবং জল নিষ্কাশনের জন্য দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, বর্ষা এলেই প্রতি বছর একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের, কিন্তু প্রশাসনের তরফে শুধুমাত্র আশ্বাস ছাড়া বাস্তবে কোনও কাজ হয় না।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলা হয় এবং দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়। পরে সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। তবে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসী।

চোরের উপদ্রবে আতঙ্কে শান্তিরবাজার শহর, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

শান্তিরবাজার, ২৬ মে: বর্তমান সময়ে শান্তিরবাজার শহরে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে চুরির ঘটনা। বাইক, বাইসাইকেল, গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে শুরু করে গরু পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন শহর ও আশপাশ এলাকার বাসিন্দারা। পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে শান্তিরবাজার শহরের মষ্টারপাড়া এলাকা থেকে একটি মোটরবাইক চুরি হয়ে যায়। এরপর শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক বাইসাইকেল চুরির ঘটনাও সামনে আসে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বাড়ি থেকে গরু চুরির ঘটনাও প্রায় নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এরই মধ্যে গত রবিবার রাতে শান্তিরবাজার পুরপরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুরপাড়া এলাকায় একই রাতে ছয়টি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। চোরের দল বাড়িগুলি থেকে একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার সহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর সোমবার রাতেও ওই এলাকাতেই একটি কালী মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে, যা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

এলাকাবাসীদের দাবি, গভীর রাতে গরু চুরির উদ্দেশ্যে কয়েকজন দুষ্কৃতী বলেরো গাড়ি, অটো ও বাইক নিয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা করে। তবে স্থানীয়দের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় তারা। এই ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

চুরির খবর পেয়ে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও, স্থানীয়দের অভিযোগ শুধুমাত্র ডায়েরিতে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেই দায়িত্ব শেষ করছে পুলিশ। অপরাধ দমনে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়া শান্তিরবাজার থানার অধীনে কর্মরত ডি আই বি কর্মীদের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, কোনও ঘটনা ঘটার পরে তার রিপোর্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠালেও, আগাম সন্দেহজনক গতিবিধি সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছেন তারা। ফলে চুরির ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে বলে মত সাধারণ মানুষের।

তবে ডি আই বি কর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এদিকে পুলিশ প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় ক্ষোভ বাড়ছে শহরবাসীর মধ্যে। এখন দেখার, চুরির ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসন কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির আকাশে অন্যতম ধ্রুবতারা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম: উচ্চশিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মে: ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির আকাশে অন্যতম ধ্রুবতারা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক।

তবে তিনি সাম্যের ও মানবতার কবি হিসেবেই বেশি সমাদৃত ছিলেন। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন একথা বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম শুধু একজন কবি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন চেতনা, জাগরণ ও বিপ্লবের প্রতীক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রকণ্ঠ যেমন ধ্বনিত হয়েছিল তেমনি প্রেম, মানবতা ও সম্প্রীতির সুরও উচ্চারিত হয়েছিল। অন্যায়, কুসংস্কার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি যে আহ্বান রেখেছিলেন তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন প্রকৃত দেশ প্রেমিক। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে দেশ প্রেমের ভাবনা ফুটে উঠেছিল। চরম দারিদ্রতার মধ্যেও তিনি অবিচল থেকে মানবতার গান গেয়ে গেছেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন গান আজও আমাদের মনকে প্রশান্তি দেয়। ছাত্রছাত্রী সহ যুব সমাজকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের আদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পদ্মশ্রী ড. অরুণোদয় সাহা বলেন, বাংলা সাহিত্যের জাগরণে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের মননে, চিন্তায় তিনি এখনও বিরাজমান। তিনি গজলের পাশাপাশি শ্যামা সংগীতও রচনা করেছিলেন যা আজও আমাদের মনকে তৃপ্তি দেয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য বলেন, কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মানবতার জয়গান গেয়ে গেছেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতার মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা ফুটে উঠেছে। কবির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায়ও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কাউন্সিলর সুখময় সাহা এবং হিমানি দেববর্মা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রভাতী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

ধর্মনগরে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ মে: কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ১২বছরের শাসনকালকে "দেশের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়" বলে আখ্যা দিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় ধর্মনগরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস। বিক্ষোভ মিছিলটি ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস অফিস থেকে বের হয়ে ধর্মনগরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। এই বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচিতে অংশ নেন কংগ্রেসের জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃত্ব সহ বহু কর্মী-সমর্থকগন।

এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন উত্তর জেলা কংগ্রেস সভাপতি দিগবিজয় চক্রবর্তী। প্রতিবাদ মিছিল শেষে তিনি ২০১৪ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত সময়কালকে দেশের জন্য "এক কালো অধ্যায়" বলে উল্লেখ করেন। তাঁর অভিযোগ, গত ১২ বছরে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো দুর্বল হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা চরম সংকটের মুখে পড়েছে।জেলা কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আমলে ভারতবর্ষ অন্তত ৫০ বছর পিছিয়ে গেছে। তিনি বলেন, বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে, অথচ সরকারের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি শুধু মুখের ভাষণেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কর্মসংস্থানের অভাব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুরবস্থা এবং বেকারত্বের সমস্যাও দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।

প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য কেবল নন্দি, ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগের দাবি জানান।কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছে, জনস্বার্থে আগামী দিনেও এই ধরনের আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকারে সংগঠিত করা হবে। ধর্মনগর শহরে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ মিছিলকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিলোনিয়ায় প্রশাসনের অভিযানে উদ্ধার বিপুল মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী, পলিব্যাগ ও অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ মে : বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার রাজনগর ও বিসি নগর ব্লকের বিভিন্ন বাজার ও দোকানে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী, নিষিদ্ধ পলিব্যাগ এবং অবৈধভাবে ব্যবহৃত গৃহস্থলীর গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালীন বিভিন্ন মিষ্টির দোকান, রেস্তোরাঁ ও হোটেলে বাণিজ্যিক গ্যাসের পরিবর্তে গৃহস্থলীর গ্যাস ব্যবহারের অভিযোগে মোট ১৭টি গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের জানানো হয়েছে, তাঁরা যেন গ্যাসের নথিপত্র নিয়ে বিলোনিয়া মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রতিটি সিলিন্ডারের জন্য ১,২৫০ টাকা জরিমানা প্রদান করে সেগুলি ছাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে তাঁদের বাণিজ্যিক গ্যাস সংযোগের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

এছাড়াও অভিযানে অবৈধভাবে বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুত রাখা প্রায় ৪৫ লিটার পেট্রোল উদ্ধার করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিলোনিয়ার ডি সি এম সঞ্জয় শীল। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া থানার ও পুরান রাজবাড়ি থানার পুলিশ কর্মীরা। বিলোনিয়া শহর এলাকা ছাড়াও বড়পাথরী ও রাজনগর বাজারে এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানকালে প্রচুর পরিমাণে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ছিল চিপস, বিস্কুট, সরিষার তেল সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি মোট ৪৫ কেজি নিষিদ্ধ পলিব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৯ জন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মোট ৪,৬০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যবসায়ীদের হাতে বিকল্প পরিবেশবান্ধব ব্যাগ তুলে দিয়ে সচেতনতার বার্তাও দেওয়া হয়।

অভিযান শেষে ডি সি এম সঞ্জয় শীল জানান, ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ব্যবহারের বিষয়ে আরও বেশি সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

খোয়াইয়ে বাড়ছে গরু চুরির ঘটনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৬ মে : খোয়াই থানা এলাকায় দিন দিন বেড়েই চলেছে গবাদি পশু চুরির ঘটনা। একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে। পাশাপাশি পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। সাম্প্রতিক ঘটনায় প্রকাশ, সীমান্ত থেকে কয়েক মিটারের মধ্যেই অবস্থিত গৌতম দাসের বাড়ি থেকে গভীর রাতে দুটি গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। জানা যায়, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই রাতের আঁধারে চোরের দল এই চুরির ঘটনা সংঘটিত করে।

পরদিন সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই হতবাক হয়ে পড়েন বাড়ির মালিক। পরে এলাকায় খোঁজাখুঁজি চালিয়ে একটি গবাদি পশুকে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এখনও পর্যন্ত অন্য গবাদি পশুটির কোনও খোঁজ মেলেনি। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের কড়া নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসীদের দাবি, রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে এবং সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়াতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোখা যায়। পাশাপাশি দ্রুত চোরদের শনাক্ত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এআইডিএসও এর উদ্যোগে পালিত হল নজরুল জন্মজয়ন্তী

আগরতলা, ২৬ মে: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলবার পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকায় যৌথভাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস।

অনুষ্ঠানের সূচনায় সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরে উপস্থিত নেতৃত্বরা কবি নজরুলের জীবন, সাহিত্যকর্ম ও সমাজচেতনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বক্তারা বলেন, সাম্য, মানবতা ও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁর সাহিত্য ও আদর্শ নতুন প্রজন্মকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনগুলির সদস্য-সদস্যা ছাড়াও বহু সাহিত্যপ্রেমী ও স্থানীয় মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

চার বছরেও সংস্কার হয়নি দুর্গা চৌমুহনি-বড়জলা রোড, ক্ষোভে ফুঁসছেন যানচালক ও স্থানীয়রা

আগরতলা, ২৬ মে : স্মার্ট সিটির অন্তর্গত দুর্গা চৌমুহনি থেকে বড়জলা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বেহাল দশা নিয়ে চরম ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ, যানচালক ও পথচারীরা। দীর্ঘ তিন থেকে চার বছর ধরে রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে থাকলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেয়নি কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ।

রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত এই সড়কটি এমবিবি বিমানবন্দরে যাওয়ার প্রধান সংযোগ রাস্তা হওয়ায় প্রতিদিন হাজার হাজার ছোট-বড় যানবাহন ও সাধারণ মানুষ এই পথ ব্যবহার করেন। কিন্তু গোটা রাস্তা জুড়ে তৈরি হওয়া অসংখ্য খানাখন্দের কারণে চলাচল কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বৃষ্টির সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। কোথাও কোথাও বড় বড় গর্তে জল জমে থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে প্রতিনিয়ত। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্মার্ট সিটির নামে বহু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে রাস্তাটির উন্নয়নে কোনও কাজ হয়নি। গত বছরের দুর্গাপূজার আগে স্মার্ট সিটি কর্তৃপক্ষ দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলেও সেই প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। বরং সময়ের সঙ্গে রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

যানচালকদের বক্তব্য, প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে গাড়ি ও বাইকের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। প্রায়ই যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে রোগী নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার সময় এই রাস্তা বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অনেক সময় রোগীদের নিয়ে দ্রুত যাতায়াত করাও সম্ভব হচ্ছে না বলে অভিযোগ ওঠে।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, শুধুমাত্র আশ্বাস নয়, অবিলম্বে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের কাজ শুরু করা হোক। অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 27-05-2026, 01:18